NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ২৬ জানুয়ারি নেতাজি চেয়েছিলেন পূর্ণ স্বরাজ, আজ যা প্রজাতন্ত্র দিবস

গোল্ড লোন নেওয়ার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে, বিপদ দেখছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৮

কলকাতা ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ ১৪ মাঘ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২২৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.01.2025, Vol.18, Issue No. 227 8 Pages, Price 3.00

আজ শুরু বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ শুরু হতে চলেছে এবছরের ৪৮তম আন্তর্জাতিক বইমেলা। বিকেল চারটেয় শুভ উদ্বোধন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- সহ জার্মানির রাষ্ট্রদূত ডক্টর ফিলিপ আকারমান- সহ বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত থাকবেন। এ বছরে থিম দেশ জার্মানি। জার্মানির সঙ্গে থাকবে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, স্কিন, পেরু, আর্জেন্টিনা-সহ বেশ কিছু দেশের পাবলিশার্সরা। থাকছে না বাংলাদেশের কোনও বইয়ের স্টল। তবে এই বছর বইমেলা প্রাঙ্গণের গেটগুলির নামকরণ হয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে। প্রায় এক হাজারের বেশি বইয়ের এবং ম্যাগাজিনের স্টল থাকছে এ বছর। বইমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টল স্থাপনকে ঘিরে সমস্যা তৈরিও হয়। তবে প্রেস কনফারেন্সে জানানো হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি ছোট স্টল থাকছে। যার নাম বদলে বিশ্ব হিন্দু বার্তা করা হয়েছে। সাহিত্যিক আবুল বাশারকে বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

এসএফআইয়ের বিকাশভবন অভিযানে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের বিকাশ ভবন অভিযানকে কেন্দ্র করে অশান্তি সল্টলেকে। বিকাশ ভবনের সামনে ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করতেই এসএফআই সমর্থকদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে পুলিশের। জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জও করা হয় বলেও অভিযোগ। বিক্ষোভকারীদের পরে চ্যাংদোলা করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। স্কুলছুটদের ক্লাসে ফেরানো, প্রাথমিক-সহ সমস্ত স্কুলে ছাত্র এবং শিক্ষকদের সঠিক অনুপাত বজায় রাখা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে সোমবার বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল এসএফআই। বিকাশ ভবনের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। দুপুরের দিকে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে, টপকে বিকাশ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন পুলিশ বাধা দেয়। অভিযোগ, জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যায় পুলিশ। তবে এসএফআইয়ের কয়েক জন সমর্থক অন্য পথে আগে থেকেই বিকাশ ভবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে। পুলিশ যখন বিকাশ ভবনের মূল ফটক বন্ধ করে এসএফআইয়ের মিছিল আটকাতে ব্যস্ত, তখন ভিতর থেকে দেবাঞ্জনেরা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। পরে বিকাশ ভবনের বাইরে চলে আসেন তাঁরা। পুলিশ সকলকেই আটক করে থানায় নিয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, মহিলা সমর্থকদের গায়ে হাত দিয়েছে পুলিশ।

দোষী সঞ্জয়ের ফাঁসি চায় না নির্যাতিতার পরিবার

রায় স্থগিত রেখেছে আদালত

ফাইল ছবি

প্রতীকী ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে দোষী সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির শাস্তি চাইল না নির্যাতিতার পরিবার। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে তারা এ কথা জানিয়েছে। এই সংক্রান্ত রাজ্যের আবেদন গ্রহণযোগ্য কি না, তা নিয়েও শুনানি হয়েছে বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে। রায় ঘোষণা স্থগিত রেখেছে আদালত।

আরজি কর-কাণ্ডে সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করে নিম্ন আদালত। তাঁকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রাজ্য এবং সিবিআই সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি চেয়ে পৃথকভাবে হাইকোর্টে মামলা করে। শুধুমাত্র সেই মামলার প্রেক্ষিতে সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি চায় না বলে জানিয়েছে নির্যাতিতার পরিবার। শুনানি চলাকালীন তাদের আইনজীবী শামীম আহমেদ বলেন, 'রাজ্য এবং সিবিআইয়ের আবেদন নিয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই। তাদের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে কি না, তা আদালত ঠিক করবে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের এই আবেদন সংক্রান্ত মামলায় আমরা সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ সাজা চাই না।'

আদালতের বাইরে নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'আমরা চাই, একা সঞ্জয় নন, যাঁরা যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাঁরা সবাই সামনে আসুন। সবাইকে চরম শাস্তি দেওয়া হোক। তাই এই মামলায় আমরা ওঁর সর্বোচ্চ শাস্তি চাইছি না। বাকিটা আমাদের উকিল বলবে।' নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'রাজ্যের পুলিশ আমাদের বিশ্বাস ভেঙেছে। সিবিআইও তদন্ত করতে পারেনি, সেটা নিম্ন আদালতেই দেখা গিয়েছে। আমার মেয়ের জন্য বিচার যারা দিতে পারবে, তাদের উপর আমরা আস্থা রাখব।'

শিয়ালদহ আদালত সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করলেও সর্বোচ্চ ফাঁসির শাস্তি দেয়নি। বিচারক অনির্বাণ দাস জানিয়েছিলেন, সঞ্জয়ের অপরাধ প্রমাণিত। কিন্তু এটি 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' ঘটনা নয়। তাই মৃত্যুদণ্ড দেননি তিনি। আমৃত্যু সঞ্জয়কে কারাবাসের নির্দেশ দেয় আদালত। এই রায়কেই হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার। সঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন জানায় তারা। পরে হাইকোর্টে রাজ্যের মামলা নিয়ে প্রশ্ন তোলে সিবিআই। এই মামলার তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। আদৌ রাজ্যের এই মামলা করার এক্তিয়ার আছে কি না, জানতে চায় তারা। তার পর তারাও একই আবেদনে মামলা করে উচ্চ আদালতে।

সোমবার এই সংক্রান্ত শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, সিআরপিসির (কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর) ৩৭৭ এবং ৩৭৮ ধারায় বলা আছে, তদন্তকারী সংস্থা ছাড়াও রাজ্য আবেদন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে 'এবং' শব্দ যুক্ত করে রাজ্যকে সেই এক্তিয়ার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) এসভি রাজু পাল্টা জানান, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নতুন আইনে সিআরপিসির ওই দুই ধারার প্রভাব নেই। ফলে এ ক্ষেত্রে ওই দুই ধারা প্রযোজ্য হয় না।

সিবিআইয়ের তরফে আরও জানানো হয়, আরজি কর মামলার কেস ডায়েরি-সহ সব নথি সিবিআইয়ের কাছে রয়েছে। রাজ্যের কাছে কোনও নথি নেই। এই মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় রাজ্যের কোনও ভূমিকা ছিল না। শুধুমাত্র সিবিআইয়ের আইনজীবী সেখানে ছিলেন। হঠাৎ রাজ্য আগ্রহ দেখাচ্ছে। এই মামলায় তারা কোনওভাবেই আদালতকে সাহায্য করতে পারবে না। রাজ্য এবং সিবিআইয়ের আবেদন যে একই, সে কথাও উল্লেখ করা হয়।

বিচারপতি বসাক এএসজি-র কাছে জানতে চান, নিম্ন আদালতের রায়ের পর কেন্দ্র যদি কোনও আবেদন না-করত, তবে কি রাজ্যের সে ক্ষেত্রেও কিছু করার থাকত না? তবে কি রায় চ্যালেঞ্জ করাই যেত না? এএসজি জানান, সে ক্ষেত্রে রাজ্য রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাতে পারত। উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত।

২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলা ঝুলেই রইল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি: নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে কি না, ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানিতে সোমবার সেই প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া কতটা কঠিন, তা-ও জানতে চান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। তাতে মূল মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, অনেকে আবেদন না করেও চাকরি পেয়ে গিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে যাঁরা চাকরির আবেদন করেছিলেন, তাঁদের আবার নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে বলে আদালতে জানান বিকাশ।

সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির এজলাসে শুরু হয় মামলার শুনানি। প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে চলে এই শুনানি। মূল মামলাকারীদের বক্তব্য শোনেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। তাঁদের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিমেরা। নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিলের জন্য সওয়াল করেন বিকাশরঞ্জন।

ওএমআর শিটে নম্বর নিয়ম মেনেই প্রকাশ করা হয়েছিল কি না, তা জানতে চান প্রধান বিচারপতি। জবাবে বিকাশ জানান, নিয়ম মেনে কাজ হয়নি। তাঁর বক্তব্য, মামলা দায়েরের পর আদালতের নির্দেশ ওএমআর শিট প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ফলপ্রকাশ অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল। বিকাশ বলেন, 'পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। গোটা প্রক্রিয়া বিতর্কিত। তাই গোটা প্যানেল বাতিল করা উচিত। রাজ্যের উচিত ছিল স্বচ্ছভাবে কাজ করা। কিন্তু রাজ্য, স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কথা বলেছে। কারও কথার মিল পাওয়া যাচ্ছে না।'

মূল মামলাকারীদের হয়ে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, প্রাথমিকভাবে তাঁর মনে হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম দু'টি কাউন্সেলিং সঠিক পদ্ধতিতে হয়েছে। এর পরের কাউন্সেলিংগুলি হয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে।

একই ভাবে নবম-দশম শ্রেণির জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত পদ্ধতি মানা হয়েছে। তার পরের কাউন্সেলিংগুলি মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে করা হয়েছে বলে আদালতে জানান ফিরদৌস। শুনানির একটি পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি খান্না জানতে চান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বৈধ এবং অবৈধদের বাছাই করা সম্ভব কি না। তাতে মূল মামলাকারীদের অপর এক আইনজীবী জানান, তা সম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্য, একটি বাছাই করতে গেলে অন্যটি নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। সেটি বাছাই করতে গেলে আবার আর একটি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারা বৈধ, কারা অবৈধ; সেই নির্দিষ্ট সংখ্যা কারও কাছেই নেই বলে প্রধান বিচারপতির এজলাসে জানান ওই আইনজীবী। তিনি বলেন, 'এই মামলায় যারা নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়েছে, প্রত্যেকেই দুর্নীতির অংশ। চাকরিপ্রার্থীদের থেকে ৭-১০ লক্ষ টাকা করে নিয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে। এক একটি প্রতিষ্ঠান কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে।' আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

বিধানসভা ভোটের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট ১২ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। ১২ ফেব্রুয়ারি পেশ করা হবে বাজেট। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। তার আগে এটিই হবে মমতার তৃতীয় দফার মুখ্যমন্ত্রিত্বের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। কারণ, আগামী বছর ভোট থাকায় 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' পেশ করতে হবে সরকারকে। ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট প্রস্তাব পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের তৃতীয় মেয়াদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হবে সংসদে। সরকারের একটি সূত্র জানাচ্ছে, সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্বরাষ্ট্র, সমাজকল্যাণ এবং আইন বিষয়ক দফতরে ৬০ জন নিয়োগের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। পাশাপাশি, সরস্বতী পুজোর দিন এলাকায় এলাকায় মন্ত্রীদের নজরদারি করতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্ভাব্য কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলায় তৈরি থাকার জন্য মন্ত্রীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'সকলে এলাকা দেখে রাখবেন, সতর্ক থাকবেন। কোনও সমস্যা হলে প্রশাসনকে খবর দিন।' রাজ্য প্রশাসনের একাংশের ধারণা, বিধানসভা ভোটের আগে এ বারের বাজেটে বেশ কিছু নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ছাড়াও রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, লদীর ভান্ডারের মতো প্রকল্পগুলিতে অতিরিক্ত সংযোজন হতে পারে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।

আপত্তি উড়িয়ে ওয়াকফ বিল অনুমোদনের পথে জেপিসি

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি: বিরোধী সাংসদদের আপত্তি উপেক্ষা করেই ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের নতুন খসড়া অনুমোদন করল যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)। তবে বিজেপি এবং তার সহযোগী দলগুলির সাংসদেরা যে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি জমা দিয়েছিলেন, তার ১৪টি গৃহীত হয়েছে বলে কমিটির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল জানিয়েছেন। সংসদের দুই কক্ষে পাশ হওয়ার পরে ওই বিলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন মিললে ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের নতুন নাম হবে 'ইউনিফায়েড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এফিশিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট'। বৈঠক শেষে জগদম্বিকা বলেন, 'বিলের প্রতিটি (৪৪টি সংশোধনী) ধারা ধরে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে। ১৪টি সংশোধনী-সহ বিলটি পেশ করার জন্য সরকারের কাছে জেপিসি সুপারিশ করবে।' সরকার পক্ষের তরফে ২৩ এবং বিরোধীদের তরফে ৪৪টি সংশোধনী প্রস্তাব কমিটিতে জমা পড়েছিল বলে জানান তিনি। খবরে প্রকাশ, ৩১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে রিপোর্ট পেশ করবে জেপিসি। প্রসঙ্গত, সোমবার বেলা ১১টা থেকে শুরু হয়েছিল কমিটির বৈঠক। জেপিসির সদস্য তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বৈঠক শুরুর ৪১ মিনিট আগে সংশোধনীর তালিকা সংক্রান্ত নথি হাতে পেয়েছেন তিনি। ফলে তাঁর পক্ষে প্রস্তাবিত সংশোধনী পর্যালোচনা করাই সম্ভব হয়নি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪-য় বর্ণিত তাঁর মৌলিক অধিকারও খর্ব করা হয়েছে বলে চেয়ারম্যান জগদম্বিকাকে চিঠি লিখে অভিযোগ করেছিলেন কল্যাণ। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ সোমবারের বৈঠককে 'প্রহসন' বলেছেন। বৈঠকের পর কল্যাণ বলেন, 'ভোটাভুটিতে ১৬-১০ ব্যবধানে বিলের খসড়া অনুমোদিত হয়েছে। বিলের ধারাগুলি নিয়ে কোনও আলোচনা ছাড়াই হাত তুলে ভোটাভুটি হয়েছে। বিজেপি, জেডিইউ, তেলুগু দেশমের মতো দল বিল সমর্থন করেছে। তাদের ১৪টি সংশোধনী গৃহীত হলেও আমাদের একটিও সংশোধনী গ্রহণ করা হয়নি। আজ ভারতীয় গণতন্ত্রের কালো দিন।' বিরোধীদের প্রবল আপত্তি ও হট্টগোলের মধ্যে গত ৮ অগস্ট লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘুমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বিলটি 'অসাংবিধানিক এবং মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী' বলে অভিযোগ তুলে বিরোধীরা একযোগে তা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধীদের অভিযোগ, ৪৪টি সংশোধনী এনে ওয়াকফ বোর্ডের উপর সরকারি কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করতে চাইছে নরেন্দ্র মোদি সরকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে ৭ কলেজ

রাতভর আন্দোলনের পর ছাত্রদের কাছে নতিস্বীকার

ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি: ফের ছাত্রদের আন্দোলনে জ্বলে উঠেছে বাংলাদেশ। রবিবার রাতভর প্রতিবাদ, সংঘর্ষের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধীনে থাকা ৭ কলেজের পড়ুয়ারা তাঁদের দাবি পূরণের জন্য চার ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। অবশেষে সেই ছাত্রদের কাছেই নতি স্বীকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ওই ৭ কলেজ আর ঢাবির অধীনে থাকবে না। জানা গিয়েছে, ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) মামুন আহমেদকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছিলেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। সেখানে সাত কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় অযৌক্তিক কোটাপদ্ধতি বাতিল-সহ পাঁচ দফা দাবি ছিল। সেই স্মারকলিপির বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হলো, তা জানতে শিক্ষার্থীরা গতকাল রবিবার বিকেলে মামুন আহমেদের কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পড়ুয়াদের অভিযোগ, তাঁদের কথা না শুনেই সহ-উপাচার্য নিজের ঘর থেকে বের করে দেন পড়ুয়াদের। জানান যে, তিনি সাত কলেজের ব্যাপারে কিছু জানেন না, কোনও পদক্ষেপ নিতেও পারবেন না। সেই থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত হয়। ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা প্রকাশ্যে সহ-উপাচার্যের ক্ষমা চাওয়ার দাবি তোলেন। তাতে পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ঢাকার নীলখেত, পলাশির মতো এলাকার রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে পড়ে ছাত্র বিক্ষোভ। তা দমনে পুলিশ লাঠিচার্জের পাশাপাশি সাউন্ড

গ্রেনেড ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ। বেশ কয়েকজন পড়ুয়া আহত হন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনজন। এর প্রতিবাদে পড়ুয়ারা সোমবার সকাল থেকে নিজের নিজের কলেজের সামনের রাস্তা অবরোধে শামিল হন। দুপুর ১২টা নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরেন। তা পূরণের জন্য ৪ ঘণ্টা সময়সীমাও বেঁধে দেন প্রতিবাদীরা। এদিনের মতো সাত কলেজের সমস্ত ক্লাস, পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়। এরপরই ওই সাত কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ বৈঠকে বসেন। এই আলোচনার পরই নিয়াজ আহমেদ জানান, ঢাকার বড় সাতটি কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকছে না। এই কলেজগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্মানজনক পৃথক্করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২০২৪-২৫ সেশন থেকে সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ভর্তি করা হবে না।

এছাড়া আলোচনায় আরও কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সময়সীমা বেঁধে দিয়ে পড়ুয়াদের ৬ দফা দাবি ছিল, ঢাকা কলেজ-সহ সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংঘাতের দায় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ক্ষমা চাইতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মামুন আহমেদকে পদত্যাগ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সাত কলেজের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক সম্পর্কের চূড়ান্ত অবসান ঘটিয়ে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী রাকিবকে হত্যার উদ্দেশ্য হামলা-সহ শিক্ষার্থীদের উপর নিউমার্কেট থানা-পুলিশের হামলার ঘটনায় এসি-ওসি-সহ জড়িত পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করে তদন্ত সাপেক্ষে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। ফলে পড়ুয়াদের দাবি মতোই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে ৭ কলেজকে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৮৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sumit Chari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Hira Lal Chari ও Mira Lal Chari উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৮২ নং এফিডেভিট বলে Manoj Kumar Shaw S/o. Ganesh Prasad Shaw ও Manoj Kr. Shaw S/o. Ganesh Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Anupam Kumar Das S/o. Arun Kumar Das ও Anupam Kr. Das S/o. A. K. Das, Arunkumar Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Mukhopadhyay S/o. Gopinath Mukhopadhyay ও Samir Kr. Mukherjee S/o. Lt. G. N. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৫ নং এফিডেভিট বলে Aditya Mallick S/o. Ananda Mohan Mallick ও Aditya Mallik S/o. A. Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে Suko Parsi S/o. Kachi Parsi ও Suko Parsi S/o. K. K. Parsi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১২ নং এফিডেভিট বলে Basudev Das S/o. Rai Charan Das ও Basudeb Das S/o. R. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮০৬ নং এফিডেভিট বলে Asit Chaudhuri S/o. Durga Prasanna Chaudhuri ও Asit Chowdhury S/o. D. P. Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০১/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, দঃ ২৪ পরগনা কোর্টে ০৬৯০ নং এফিডেভিট বলে Ram Chandra Ghosh ও Ranchandra Ghosh S/o. Haradhan Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Bhawna Kumari (old name), wife of Rajesh Khetan residing at Block G, Flat 302, Vivek Vihar Phase - II,493/C/A G.T Road, District - Howrah, Pin - 711102 , have changed my name and shall henceforth be known as Bhawana Kumari (new name) before the Notary Public at Kolkata, Vide Affidavit No.06 dated 22/01/2025. Bhawna Kumari (old name) and Bhawana Kumari (new name) both are same and identical person.

নাম-পদবী

আমি Moumita Das D/o. Harekrishna Das হিন্দু ধর্ম পরিবর্তন করিয়া ইসলাম ধর্ম মতে বিবাহ করিয়া Moumita Begum W/o. Md. Mainuddin নামে পরিচিত হইয়াছি। ১৯/০৬/২০২৪ তারিখে S.D.E.M. সদর হুগলী কোর্টে ৫৬ নং এফিডেভিট বলে Moumita Das D/o. Harekrishna Das ও Moumita Begum W/o. Md. Mainuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I BIJOY KUMAR GOENKA S/0. LATE PANNA LAL GOENKA AND LATE RATNI DEVI GOENKA RESIDING AT 174, CHITTARANJAN AVENUE KOLKATA-700007 HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIJAY KUMAR GOENKA AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC/ FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE BANKSHALL COURT, KOLKATA VIDE AFFIDAVIT NO 04AC 870270 DATED 10-01-2025. BIJOY KUMAR GOENKA AND VIJAY KUMAR GOENKA BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

ıı বিজ্ঞপ্তি ıı

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী কুন্তল ঘোষ,** পিতা- শ্রী কানাইলাল ঘোষ, সাং নিরঞ্জননগর, পোঃ শ্রী মায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, গত ইং ০৪.০৯.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-9047/2024 নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিল বলে **শ্রী দুর্গাদাস রায়,** পিতা ৺বিমলেন্দু রায় সাং নগেন্দ্রনগর ৩য় লেন, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে জেলা নদীয়া, থানা কোতয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজাস্থিত খতিয়ান নং LR ৪২৯২৯, দাগ নং LR ৬৬০৫, শ্রেণী: বাড়ী, পরিমাণ ৩.৩২ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন। উক্ত দুর্গাদাস রায় এই সম্পত্তি কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ০১.১২.২০২৩ তারিখের I-9047/2024 নং একখানি আমমোক্তারনামা বলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে অথবা আমার সহিত ৯০৬৪৩৯০১৭৬ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

ত্রিদিব প্রামাণিক (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

ıı বিজ্ঞপ্তি ıı

IN THE COURT OF THE DISTRICT DELEGATE, PASCHIM MEDINIPUR
PROBATE CASE NO. 16 of 2024
Sri Goutam Goswami .....Petitioner

এতদ্বারা সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, **গৌতম গোস্বামী,** পিতা - মৃত গুণধর গোস্বামী, সাকিন - রাজপুরা, পোস্ট - রাখাজঙ্গল থানা- খড়গপুর লোকাল, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে মৃত **নিমাই গোস্বামী,** পিতা - মৃত রাধেশ্যাম গোস্বামী, সাকিন- রাজপুরা, পোস্ট - রাখাজঙ্গল থানা - খড়গপুর লোকাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, এ উইল মোতাবেক একটি **প্রবেট মামলা নং ১৬/২০২৪** মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা আগামী 03.03.2025 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে, আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে।

তপশীল

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - খড়গপুর (লোকাল), **মৌজা - রাজপুরা,** জে.এল. নং - ১৩০, আর.এস. খতিয়ান নং - ৫৯, ৩৮, এল. আর. খতিয়ান নং - ১১৯, প্লট নং - ২৯৭ ও ২৯৮, পরিমাণ -০৪ ডেসিম্যাল, প্লট নং - ১৯৫, পরিমাণ - ১০ ডেসিম্যাল। জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - খড়গপুর (লোকাল), **মৌজা -পাঁচরুলিয়া,** জে.এল. নং – ৯১, আর.এস. খতিয়ান নং - ১১/১, এল.আর. খতিয়ান. নং - ৮২, প্লট নং - ১১ পরিমাণ – ১৮৫০ ডেসিম্যাল, প্লট নং - ১৬৭ পরিমাণ - ০৯৫০ ডেসিম্যাল। জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - খড়গপুর (লোকাল), **মৌজা - কপটা,** জে এল. নং - ৯০, আর.এস. খতিয়ান নং - ১১, এল.আর. খতিয়ান নং-১৮৩,১২৯,প্লট নং- ১০/১৬৩ পরিমাণ - ৪৪ ডেসিম্যাল ।

আদেশানুসারে
Laxman Sing (Sheristadar),
District Delegate, Paschim Medinipur,06.01.2025

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৮ শে জানুয়ারি, ১৪ ই মাঘ। মঙ্গল বার। অমাবস্যা তিথি, জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি, ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব ।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি ।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ ।শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি। । বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(গোসহস্রী যোগ। অমাবস্যা তিথি মুহূর্ত। রটন্তী কালিকা পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

গ্রামোন্নয়ন খাতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থের দ্বিতীয় কিস্তি পেতে চলেছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার গ্রামোন্নয়ন খাতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের চলতি অর্থবর্ষের জন্য বরাদ্দ অর্থের দ্বিতীয় কিস্তি পেতে চলেছে। এ বাবদ রাজ্যকে আরো ৭৪০ কোটি টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ শর্তাধীন তহবিল এবং নিঃশর্ত তহবিল; এই দু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম কিস্তিতে শর্তাধীন ও নিঃশর্ত তহবিল মিলিয়ে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা পেয়েছিল রাজ্য।

শর্তাধীন তহবিলের টাকা খরচ করতে হয় গ্রামীণ এলাকায় নিকাশি ও জল সরবরাহের কাজে। এর জন্য ছাড়পত্র দেয় জলশক্তি মন্ত্রক। নিঃশর্ত তহবিলের টাকা খরচ হয় অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ার জন্য। সূত্রের খবর, দ্বিতীয় কিস্তির যে টাকা আসতে চলেছে, তা নিঃশর্ত তহবিলের। এর জন্য ছাড়পত্র দেয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। কিছুদিনের মধ্যে শর্তাধীন তহবিলের টাকা পাওয়ার ছাড়পত্রও কেন্দ্রের জলসম্পদ মন্ত্রক দেবে বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসন। প্রসঙ্গত, প্রথম কিস্তিতে শর্তাধীন ও নিঃশর্ত তহবিল মিলিয়ে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা পেয়েছিল রাজ্য।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন চালু হয়েছে ২০২০-২১ অর্থবর্ষ থেকে। এখনও পর্যন্ত রাজ্য পেয়েছে ১৬ হাজার ২৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে খরচ হয়েছে ১৪ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। ৭০ শতাংশ টাকা খরচ হলেও মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ বেশ কিছু জেলা টাকা খরচের নিরিখে পিছিয়ে রয়েছে। তাই টাকা খরচে গতি আনতে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর এই জেলা প্রশাসনগুলির সঙ্গে বারবার বৈঠক করছে।

গত তিন বছরে বাংলার প্রসূতি মৃত্যুর হার অনেকটাই কমেছে রাজ্যে !

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে প্রসূতি মৃত্যু কাণ্ডের আবহে মিলল একটি বড়সড় ইতিবাচক খবর। সদ্য শেষ হওয়া বছরে রাজ্যে প্রসূতিমৃত্যুর হার কমেছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে উঠে এসেছে। রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শেষ ৯ মাসে রাজ্যে প্রসূতি মৃত্যুর হার কমে হয়েছে ৭৯। মা ও শিশুর সুরক্ষায় এগিয়ে রয়েছে বাংলা।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২-২০২৩ অর্থবর্ষে এই হার ছিল ৯৩। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ছিল ৯৪। এখন তা ৭৯ তে নেমেছে। রিপোর্ট আরও জানিয়েছে, সামগ্রিকভাবে প্রসূতি মৃত্যুর হারে উন্নতি হয়েছে। তবে বর্তমানে রাজ্যকে কিন্তু যথেষ্ট চিন্তায় রেখে দিয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার পরিস্থিতি। স্বাস্থ্য দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, সবচেয়ে শোচনীয় পরিস্থিতি পুরুলিয়া, হাওড়া এবং জলপাইগুড়ির। এই তিন জেলার এমএমআর যথাক্রমে ১৪৯, ১৪২ এবং ১২৫।

অন্যদিকে প্রসূতি মৃত্যুর সর্বাধিক ঘটনা ঘটত পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, রামপুরহাট ও বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্যজেলায়। এইসব জেলার প্রসূতি মৃত্যুর হার যথাক্রমে ১১৪, ১০৪, ১০৪, ৯৯, ৯৭, ৯১ এবং ৮৯।

অন্যদিকে রাজ্যের সবচেয়ে কম প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে যে ১০ টি জেলায় সেগুলি হল কালিম্পং, নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং এবং মালদা। অবাক করা বিষয় হল, সর্বনিম্ন প্রসূতি মৃত্যুর হার থাকা কালিম্পং জেলায় শেষ ৯ মাসে একটিও প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি।

প্রসূতি মৃত্যুর পরিসংখ্যান সংক্রান্ত আপডেট দিয়ে থাকে এসআরএস। এই দপ্তর প্রত্যেক দু'বছর অন্তর অন্তর ২ বছর আগের পরিসংখ্যান তুলে ধরে। যেমন ২০২২ সালে প্রকাশিত এসআরএস ২০১৮ থেকে ২০২০ এর পরিসংখ্যান তুলে ধরেছিল। এই নিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'যেভাবে মাথায় রেখে এসআরএস তৈরি করা হয়, সেগুলিকে গুরুত্ব দিয়েই আমরা প্রতিবছরের হিসেব তৈরি রাখি। যাতে নিজেদের পরিস্থিতিটা বুঝতে পারি।

হাওড়াতে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার ডবসন লেন এবং উত্তর হাওড়ার সনাতন মিস্ত্রি লেনে, হাওড়া কমল সংঘের তরফে রোজমেরি লেনে আয়োজিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান। পাশাপাশি

রবিবার হাওড়া শিবপুর পুলিশ লাইন ময়দানে ৭৬তম সাধারণতন্ত্র দিবস যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদযাপিত হয়। জেলাশাসক জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমবেত বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ ও হাওড়াবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন দপ্তরের সুসজ্জিত ট্যাবলো প্রদর্শিত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

ইস্টার্ন রেলওয়ের পক্ষ থেকে জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বেহালার জেমস লং সরণির রেল কমপ্লেক্সে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

সোমবার গার্ডেন রিচের সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের সদর দপ্তরে ১০০ দিনের যক্ষা নির্মূল অভিযান ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল মিশ্র এই রোগের বিরুদ্ধে জয়লাভে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রেল ভবনে উদযাপিত হল প্রজাতন্ত্র দিবস, পতাকা উত্তোলন করেন মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় রেড্ডি, এছাড়া মেট্রো আরপিএফ এর পক্ষ তাকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়।

নবান্নে হল বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী মাসের ৫ ও ৬ তারিখে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসছে। সেই সম্মেলন যাতে সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় সে ব্যাপারে রাজ্যের সমস্ত দপ্তরকে একাধিক নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও বৈঠকে স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য, বিচার বিভাগীয়, নারী ও শিশু সুরক্ষা দপ্তরে ৬০টি শূন্য পদে স্থায়ী নিয়োগ সংক্রান্ত আরও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলার ফুটবলারদের রাজ্য সরকার রাজ্য পুলিশে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছে। সেইক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক মাপজোকের ক্ষেত্রে নূন্যতম শর্ত পূরন না করায় এইক্ষেত্রে তাদের ছাড় দেওয়া হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে রাজ্য সরকার সীমান্ত সুরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করতে একটি আউটপোস্ট তৈরির জন্যে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নদিয়ার করিমপুর পয়েন্ট ৯ একর জমি দেওয়ার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

রাজ্য জুড়ে দু'দিনের উপভোক্তা সম্পর্ক অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন গ্রাহকদের অভাব অভিযোগ শুনতে এবং তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে রাজ্য জুড়ে দু'দিনের উপভোক্তা সম্পর্ক অভিযান শুরু হচ্ছে। আগামী ৮ এবং ৯ ফেব্রুয়ারি খাদ্য দপ্তরে এই অভিযান চালাবে। এ নিয়ে পঞ্চমবার এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হল। ওই দু'দিন খাদ্য দপ্তরের সব আধিকারিক ও সাধারণ কর্মীদের নিজেদের এলাকার অন্তত দুটি করে রেশন দোকানে গিয়ে রেশন গ্রাহক ও ডিলারদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা জানতে হবে। রেশন গ্রাহকদের যে ন্যায্য পরিমাণ ও গুণমানের খাদ্য প্রাপ্য পাওয়া উচিত সেটা তাঁরা পাচ্ছেন কিনা সেটা জানতে হবে বলে দপ্তরের এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। এজন্য ১১ দফা প্রশ্নের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। রেশন দোকানে গিয়ে কথা বলার পর খাদ্য দপ্তরের আধিকারিদের রিপোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে দপ্তরের নিজস্ব পোর্টালে জমা করতে হবে। একই সঙ্গে দপ্তরের সামাজিক মাধ্যমগুলিতেও সাধারণ মানুষের অবগতির জন্য তুলে দিয়ে হবে। গত কয়েক বছরে দেখা গিয়েছে, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, দপ্তরের প্রধান সচিব পারভেজ আমেদ সিদ্দিক এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। খাদ্য দপ্তরের সচিবালয়, ডিরেক্টরেট ও আঞ্চলিক অফিসের কর্মীদের এই অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। রেশন দোকানে গিয়ে তাঁদের কি করতে হবে সেই নির্দেশিকাও দিয়েছে দপ্তর। গ্রাহকরা খাদ্য নেওয়ার সময় দোকানের ই-পস মেশিন থেকে স্লিপ পাচ্ছেন কিনা সেটা জানতে বলা হয়েছে। ডিলারদের জন্য দপ্তর যে বিশেষ হেল্পডেস্ক খুলেছে সেটাও জানাতে বলা হয়েছে।

সম্পন্ন শিয়ালদা-ডানকুনি বিভাগে গার্ডার প্রতিস্থাপনের কাজ, স্বাভাবিক পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দীর্ঘ ১০০ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হয়েছে দমদম এবং ডানকুনির মধ্যে ট্রেন পরিষেবা। পূর্ব রেল থেকে জানান হয়েছে ওই রুটে বালি হল্ট ও বালি ব্রিজের ট্রেন চলাচল রেকর্ড সময়ে পুনরায় শুরু হয়ে গেছে, আর সিসিআর ব্রিজ পুনর্গার্ডারিং ১০০ ঘণ্টার ব্লকের মধ্যেই সম্পন্ন করে ফেলা হয়েছে।

দমদম এবং ডানকুনির মধ্যবর্তী রেল ওভারব্রিজের স্টিল গার্ডার প্রতিস্থাপন সময়মতো সম্পন্ন হওয়ার দরুন ২৭ জানুয়ারি সোমবার শিয়ালদা-ডানকুনি সেকশনে ট্রেন চলাচল ভোর ৪টায় পুনরায় শুরু হয়েছে। ব্রিজ নং ১০, ১১, ১৫ এবং ১৯-এ বিশাল পুনর্গার্ডারিং কাজ সফলভাবে শেষ হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই সেকশনে ব্যালাস্টেড ট্র্যাক স্থাপনও সম্পন্ন হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি ভোরবেলা শুরু হওয়া এই বিশাল প্রকল্প সময়সূচির আগেই, অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারি ভোর ৪টায় সম্পন্ন হয়েছে।

এই মেগা প্রকল্প রেল পরিবহণ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি শিয়ালদা-ডানকুনি সেকশনের নিরাপত্তা, সুরক্ষা, গতি এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে, যেখানে প্রতিদিন প্রায় ৪০টি মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন এবং ২২টি ইএমইউ লোকাল ট্রেন চলাচল করে। এই প্রকল্পে ১০০০-এরও বেশি শ্রমিক দিনরাত পরিশ্রম করেছেন, পূর্ব রেলওয়ের প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয়ে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে। ব্যস্ত সিসিআর সেকশনে পুনর্গার্ডারিং এবং ট্র্যাক স্থাপন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, যার মধ্যে জটিল ভূ-তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা, ট্র্যাকের উচ্চতা এবং নিরাপত্তার উদ্বেগ ছিল। পুরো বিবেকানন্দ ব্রিজ, যেখানে প্রধান মেরামতির কাজটি হয়েছে, তা গঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নিবেদিত নির্মাণ দল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগ করে বাধাগুলি অতিক্রম করেছে। উল্লেখ্য, গত বছরের জুন মাসে শিয়ালদা স্টেশনের সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ১২ কোচ ট্রেনের জন্য উন্নীত করা হয়েছিল। সিসিআর লিঙ্কে এই প্রকৌশল কৃতিত্ব শুধুমাত্র দমদম-ডানকুনি সেকশনের সংযোগ, গতি এবং কার্যকরী নমনীয়তা বাড়াবে না, বরং জটিল পরিকাঠামো প্রকল্প গ্রহণে শিয়ালদা বিভাগের দক্ষতা প্রদর্শন করবে। সময়ের মধ্যে এই কাজ শেষ হওয়ার জন্য এই রুটে যাতায়াতকারী যাত্রীদের দুর্ভোগ কমল বলেই মনে করা হচ্ছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ২০২৫, ১৪ মাঘ, মঙ্গলবার

নিমেষেই অসাড় দেহ, গুলেন বারির থাবায় আক্রান্ত বঙ্গের দুই শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গুলেন বারি সিনড্রোমের থাবা এবার খাস কলকাতায়। দুই শিশু এই বিরল স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে সূত্রে খবর। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে এই রোগ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্ক বেড়েছে।

কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথে ওই দুই শিশুকে নিয়ে এসেছিল তাঁদের পরিবার। শিশু দুটির শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। শরীরের হাত-পাও অসাড় হতে যেতে থাকে। চিকিৎসকরা তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। পরে জানা যায়, দু'জনের শরীরেই বাসা বেঁধেছে ওই জটিল রোগ। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, প্রভাস গিরির অধীনে ওই দুই খুদের চিকিৎসা চলছে।

জানা গিয়েছে, সাত বছর বয়সি এক শিশুর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এলাকায়। সে ওই হাসপাতালে গত ২৫ দিন ধরে পিআইসিইউতে রয়েছে। আট বছর বয়সি অন্য শিশুর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বাগুইআটি এলাকায়। গত ১২ দিন ধরে সেও পিআইসিইউতে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসক প্রভাস গিরি জানাচ্ছেন, আট বছরের ওই শিশুর শারীরিক অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। তবে অন্যজন চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে। একাধিক উপসর্গ তাদের শরীরে দেখা দিয়েছিল। তারা প্রতিকূলতা কাটিয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে। এমনই মনে করছে চিকিৎসক মহল।

এই রোগ নিয়ে বিভিন্ন মহলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্নায়ুকে আক্রমণ করে। ধীরে ধীরে শরীরের স্নায়ুগুলি কাজ বন্ধ করে। হাত-পা ক্রমশ অসাড় হয়ে যায়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। চিকিৎসকরা সাধারণ বাসিন্দাদের ভয় পেতে বারণ করছেন। স্নায়ুজনিত কোনও শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্রে মূল্যায়ণ নির্ভুল করতে নয়া পদক্ষেপ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্বচ্ছতা আনতে ও উত্তরপত্র মূল্যায়ণ নির্ভুল করতে পদক্ষেপ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। কেবল পরীক্ষার খাতায় নয়, পরীক্ষার নম্বর যাতে নির্ভুল তুলতে পারেন পরীক্ষকরা তার জন্য আলাদা করে কেজিং শিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। খাতা দেখার পর পরীক্ষকদের সমস্ত কেজিং শিট প্রধান পরীক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে। মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করার সময় লাল কালির পেন ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। খাতার মধ্যেই বিভিন্ন উত্তরের প্রাপ্ত নম্বর লেখা হয়। খাতা শেষে ও উপরে উল্লেখ করা হয় মোট প্রাপ্ত নম্বর। খাতার মধ্যেই আলাদা করে কেজিং করতে হয় পরীক্ষকদের।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় খাতা হারিয়ে যাওয়া, কালির নম্বর আবছা হয়ে যাওয়া একাধিক নম্বর কাটাকাটি এই সংক্রান্ত সমস্যা।

ফলপ্রকাশের পর রিভিউ বা স্কুটিনির ক্ষেত্রেও নম্বর অনেকটা বেড়ে গিয়েছে এমন উদাহরণও রয়েছে। তাই এই নয়া পদ্ধতি চালুর ফলে রিভিউ এর সময় পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষক উভয়পক্ষে উপকৃত হবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আশা করছে নয়া এই পদক্ষেপের ফলে আইনি জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে। চলতি বছর থেকেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই উত্তরপত্র মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা কার্যকর করছে। এ বছর ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়নে এবার আগাম সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আরও কড়াকড়ির। এবার থেকে উত্তর পিছু প্রাপ্ত নম্বর লেখার জন্য পৃথক পাতা দেবে পর্ষদ।

দুই পশ্চিমা ঝঞ্ঝার জেরে বুধবার থেকে বাড়বে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার থেকে তাপমাত্রার গ্রাফ কিছুটা হলেও নিম্নাভিমুখী। ফলে শীতের আমেজে পাচ্ছেন তিলোত্তমাবাসী। আর সেই কারণেই ফের সোয়েটার চাপিয়ে বের হতে হচ্ছে রাস্তায়। তবে এই অনুভূতিতে এবার প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়াচ্ছে দুই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ফলে ফের বাড়বে তাপমাত্রা। আর এমন অবস্থা তৈরি হতে খুব একটা বেশিদিন অপেক্ষাও করতে হবে না। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, এই দুই পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে শীতের অনুভূতি বরবাদ হবে। চলতি সপ্তাহের শেষে অর্থাৎ শনিবার-রবিবারেই তাপমাত্রা বেড়ে যাবে অনেকটা। আর এই তাপমাত্রার গ্রাফ চড়া শুরু হবে বুধবার থেকেই।

আর্থাৎ, দিন দুয়েক পর থেকেই ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সপ্তাহান্তে সেটা হবে আরও বেশি। ১৯ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছুঁয়ে ফেলতে পারে ২৮ থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ প্রায় গরমের অনুভূতি ফিরে আসবে, ফ্যানও চালাতে হতে পারে।

এখানেই শহরবাসীর প্রশ্ন, শীত কয়েকদিনের মতো উধাও হয়ে গেলেও আর তা ফিরবে কি না। তবে এই উত্তর এখনও স্পষ্ট নয় আবহাওয়াবিদদের কাছে। ঝঞ্ঝা কাটতে কাটতে ফেব্রুয়ারি মাসের কয়েকটা দিন পেরিয়ে যাবে। তারপর আর ঠান্ডা ফিরবে কি না, তাও বোঝা যাচ্ছে না। তবে শীত পড়লেও তার প্রাবল্য খুব বেশি থাকবে না।

আমজনতাকে স্বাস্থ্য পরিষেবা সঠিক ভাবে দিতে নয়া সংগঠন শাসকদলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আমজনতাকে স্বাস্থ্য পরিষেবা সঠিকভাবে দিতে এবার নতুন সংগঠন গড়ল শাসকদল। নাম প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। সূত্রে খবর, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক, নার্সদের একাংশ থাকবেন এই সংগঠনে। এই সংগঠনের সভাপতি রাজ্যের মন্ত্রী তথা চিকিৎসক শশী পাঁজা।

'প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন' নামের এই সংগঠনে রয়েছেন রামপুরহাট মেডিক্যাল

কলেজের প্রিন্সিপাল ড করবী বোড়াল, কল্যাণীর মেডিক্যাল অফিসার, জয়া মজুমদার এবং বিএমওএইচ নাগরাকাটা, কৃষ্ণনগর ১ বিএমওএইচ-এর মতো চিকিৎসকরা।

সংগঠনের-সহ সভাপতি হিসেবে থাকছেন রানা চট্টোপাধ্যায়। যিনি বালির বিধায়ক। এই নতুন সংগঠনের লক্ষ্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সমন্বয় গড়ে তোলা। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যারা বিশৃঙ্খলা গড়ে তোলে তাদের বিরুদ্ধেই এই সংগঠন কাজ করবে। যাতে চিকিৎসক এবং রোগী তাদের দুজনের স্বার্থ রক্ষা রাখা যায় সেটাই হবে উদ্দেশ্য।

স্বচ্ছতা এবং নৈতিকতার ওপর জোর দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত ভাবে দেওয়াই মূল লক্ষ্য হবে এই সংগঠনের। একইসঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হবে স্বাস্থ্য পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকেও। নজর রাখা হবে, সরকারি হাসপাতালে কাজ বন্ধের প্রবণতা এলে সেই সব সমস্যার সমাধান করা। রোগী সেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়াই হবে মূল লক্ষ্য। চিকিৎসক রোগীদের সুসম্পর্ক বজায় যাতে থাকে সেটাও দেখা হবে।

বিশৃঙ্খলা তৈরি হোক, হাসপাতাল ভাঙচুর হোক তা চাইছেন না এই সংগঠনের নেতৃস্থানীয়রা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, হাসপাতালের সম্পত্তি নষ্ট করলে তার বিরুদ্ধে নিতে হবে কঠোর অবস্থান। সন্ত্রাস মূলক কাজের বিরুদ্ধে কঠোর আইন যাতে হয় সেই ব্যবস্থা করা হবে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি এই সংগঠনের প্রথম বৈঠক।

সোমবার প্রেস ক্লাবে প্রকাশ পেল বিচারক বিপ্লব রায়ের লেখা বই 'ছাত্র আন্দোলন সেকাল একাল'। উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত), হাইকোর্ট, কলকাতা, সত্যম চৌধুরী, চ্যান্সেলার, সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন পুলিশ কর্মী সৌমেন মিত্র সহ অন্যান্যরা। ছবি: অদিতি সাহা

কাঁচরাপাড়ার পাল্লাদহে বৃদ্ধা শাশুড়িকে গলার নলি কেটে খুনে ধৃত জামাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জেটিয়া থানার অন্তর্গত নৈহাটি বিধানসভার কাঁপা-চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাল্লাদহ শিমুলতলা এলাকায় গত ২৪ জানুয়ারি সকালে ফুলজান বিবি নামে ৮০ বছরের এক বৃদ্ধার গলার নলি কাটা মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছিল। বাড়িতে বৃদ্ধা একাই থাকতেন। পাশেই পরিবার নিয়ে থাকেন বৃদ্ধার ছোট মেয়ে রোচিয়া বিবি। রোচিয়া বিবি স্বামী আখের আলি মল্লিক বাজারে সবজি বেচে যৎসামান্য আয় করতেন। রোচিয়া বিবি অভিযোগের ভিত্তিতে জেটিয়া থানার পুলিশ তদন্তে নেমে বৃদ্ধার ছোট জামাই অর্থাৎ রোচিয়া বিবির স্বামী আখের আলি মল্লিককে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস সাংবাদিক বৈঠকে জানান, বৃদ্ধার ছোট মেয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছিল ঘটনায় পরিবারের কেউ জড়িত। এরপর মৃতার ছোট জামাই আখের আলি মল্লিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তি নিজের অপরাধ স্বীকারও করে নিয়েছে। খুনের কারণ নিয়ে ডিসি নর্থ বলেন, সবজি বেচে ধৃতের যৎসামান্য আয় হত। বিধবা ভাতা জমানো দশ হাজার টাকা তুলে বৃদ্ধা এক প্রতিবেশীর কাছে সেই টাকা গচ্ছিত রেখে ছিলেন।

২৩ জানুয়ারি রাতে ছোট জামাই আখের আলি মল্লিক বৃদ্ধার কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা জামাইকে টাকা দিতে চাননি। তাতেই ধৃতের ক্ষোভ জন্মায়। তাছাড়া ঘরের সামনে ছাগল, মুরগি গেলে বৃদ্ধা গালাগালি করতেন। এটাও একটা ক্ষোভের কারণ ছিল। উভয় ক্ষোভের বশেই ছোট জামাই বৃদ্ধাকে খুন করেছে। ডিসি নর্থ আরও জানান, খুনে ব্যবহৃত ছুরি এবং বৃদ্ধার গচ্ছিত রাখা টাকা এখনও উদ্ধার হয়নি।

খড়দায় আগুনে ভস্মীভূত তিনটি কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রহড়া থানার খড়দার বন্দিপুর নেতাজি সুভাষ ওয়েলফেয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের তিনটি কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে সোমবার বেলায়। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় পুকুর থেকে পাম্পের সাহায্যে জল তুলে আগুন নেভায়। যদিও আগুনের গ্রাসে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে তিনটি কারখানা। যদিও আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সোফিয়ার রহমান জানান, পরপর তিনটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কিভাবে আগুন লেগেছে, তা জানা যায়নি। একটি প্ল্যাস্টিকের কারখানা, আরেকটি ফেব্রিকেশন কারখানা-সহ মোট তিনটি কারখানা ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। যদিও দমকল কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে আগুন নিভিয়েছে।

চুক্তিভিত্তিক চালক ও কন্ডাক্টর নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরিবহন দপ্তরের ৮৮১ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার এই বৈঠকে ঠিক হয়েছে বাসচালক এবং কন্ডাক্টর পদে এই চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কাজ করবেন। প্রসঙ্গত অফিস কাছারি ছুটির সময় শহরের রাস্তায় বাসের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুদিন আগে রাজ্য প্রশাসনিক বৈঠকে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে বাস বাড়ানো সহ পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই সময় চালক কনডাক্টারের অভাব রয়েছে বলে জানা গিয়েছিল। ডিপোতে বাস থাকলেও চালকের অভাবে সব রাস্তায় নামানো যাচ্ছে না।

দপ্তর সূত্রে খবর প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ১৫ জন চালক কন্ডাক্টর অবশ্যই নিচ্ছেন। তার জায়গায় নতুন করে লোক নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই এই সমস্যার সমাধানের জন্যই আপাতত চুক্তিভিত্তিক চালক কন্ডাক্টর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার সোনা উদ্ধার ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় বসে কলসেন্টারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রতারণার জাল। বিদেশি নাগরিকদের ঠকিয়ে টাকা হাতানোর অভিযোগ। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতেই শহর জুড়ে তল্লাশি অভিযানে নামেন ইডি আধিকারিকরা। সকাল থেকে কলকাতার বালিগঞ্জ, বাগুইআটি, নিউটাউন, সেক্টর ফাইভ-সহ হাওড়ার একাধিক জায়গাতেও তল্লাশি অভিযান চালান তাঁরা। নজরে রয়েছে কলকাতারই এক ব্যবসায়ী। সূত্রে খবর, কল সেন্টার মামলায় ইডি তল্লাশিতে উদ্ধার হয় প্রচুর সোনা ও নগদ টাকা। সূত্রের খবর, এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকার সোনা উদ্ধার করে ইডি। এদিকে তদন্তকারীরা মনে করছেন, কল সেন্টার জালিয়াতির টাকায় কেনা সোনা ডিরেক্টরদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখা রয়েছে। সেই সমস্ত ডিরেক্টরদের বাড়িতেও তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। চলতি সপ্তাহে একটি কল সেন্টারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে ১০ জায়গায় তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, বিদেশি নাগরিকদের সফটওয়্যার পরিষেবার নাম করে ফোন করা হত। তারপর তাঁদের কাছ থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করা হত। শুধু সফটওয়্যার পরিষেবাই নয়, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া-সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের অভিবাসন সহ একাধিক পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার ভুয়ো আশ্বাস দিয়ে তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছিল ওই কল সেন্টারের মাধ্যমে। তদন্তকারীরা এও জানতে পেরেছেন, ক্রিপ্টো কারেন্সিতে ২৫ থেকে ৩০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। প্রতারণার টাকায় প্রচুর পরিমাণে সোনাও কেনা হয়। তল্লাশিতে সেই সোনাই বাজেয়াপ্ত করলেন তদন্তকারীরা।

বৈধ উত্তরাধিকারী না থাকায় জমির মিউটেশন লক কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুর এলাকায় এমন বেশ কিছু বাড়ির সন্ধান মিলেছে যেগুলির যে কোনও সময়ে হাতবদল হতে পারে। সবার অলক্ষ্যে অথবা পুরসভার অ্যাসেসমেন্ট বিভাগের অনুমতি ছাড়াও নতুন ফ্ল্যাট গজিয়ে ওঠার সম্ভাবনাও রয়েছে বলে সূত্রে খবর। এমনই আগাম আশঙ্কা করেই ওই সব জমির মিউটেশন লক করে দিল পুর অ্যাসেসমেন্ট বিভাগ। ফলে গায়ের জোরে বহুতল আবাসন হলেও বিক্রি তো করাই যাবে না। কারণ গ্রাহক মিউটেশন করতে পারবেন না।

পুরসভার অ্যাসেসমেন্ট ও বিল্ডিং বিভাগের যৌথ সমীক্ষা বলছে অন্তত ৩০টি জমি অথবা বাড়ির মিউটেশন লক করা হয়েছে। অর্থাৎ ওইসব বাড়ির বৈধ উত্তরাধিকারী নেই। অথবা দীর্ঘদিন ধরে পুর কর অনাদায়ী রয়েছে। পুরসভার অ্যাসেসমেন্ট বিভাগের তথ্য বলছে এই ৩০টি বাড়ির সিংহভাগ উত্তর কলকাতায়। আবার সংযুক্ত এলাকার মেটিয়াবুরুজেও এমন কয়েকটি পুরনো বাড়ির সন্ধান মিলেছে। বাড়িতে কেউ থাকে না। কেয়ারটেকারের হাতে বাড়ি দেখ ভালের দায়িত্ব দিয়ে মালিক সম্ভবত ভিনরাজ্যে অথবা পাকাপাকিভাবে বিদেশে চলে গিয়েছেন।

এদিকে বছরের পর বছর বাড়ির সম্পত্তি কর অনাদায়ী রয়ে গিয়েছে।

অ্যাসেসমেন্ট বিভাগের তথ্য বলছে, দ্রুত পুর কর আদায়ের জন্য রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে ওয়েভার স্কিম চালু করেছিল। প্রায় ৯০ শতাংশ অনাদায়ী পুর কর জমা পড়েছে পুরসভার ভাঁড়ারে। কিন্তু এত সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি বাড়িতে নোটিস দিয়েও বাড়ির বৈধ উত্তরাধিকারী পাওয়া যায়নি। এদিকে সংস্কারের অভাবে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে সেগুলি। সেই সময়ে বিল্ডিং বিভাগ 'বিপজ্জনক বাড়ি' নোটিস দেয়। পাশাপাশি অ্যাসেসমেন্ট বিভাগ বাড়ির মিউটেশন লক করে দেয়। অ্যাসেসমেন্ট বিভাগের এক কর্তার এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'এই পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে অন্তত সম্পত্তি বেদখল হবে না। ওই বাড়ি ভেঙে নতুন বহুতল করলেও পুরসভার অনুমতি মিলবে না। ফলে প্রোমোটারদের দাপট কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।' একইসঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, 'আইনে সব ব্যবস্থার নিদান আছে। শুধুমাত্র অভাব রয়েছে এর প্রয়োগের।'

জয়নগরের নাবালিকা ধর্ষণ খুনে ফাঁসির রায়কে চ্যালেঞ্জ আসামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জয়নগরের নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে ফাঁসির রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ আসামী মুস্তাকিন সর্দার। আদালত সূত্রে খবর, ওই মামলা গ্রহণ করেছেন বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই বারুইপুর জেলা এবং দায়রা আদালতের রায় আপাতত কার্যকর হবে না। হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের পরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা যাবে।

গত বছরের অক্টোবর মাসে জয়নগরের মহিষমারি এলাকায় নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়। এই ঘটনায় মুস্তাকিন সর্দারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার দ্রুত তদন্ত হবে, সে আশ্বাস দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনার ৬২ দিনের মাথায় গত ৬ ডিসেম্বর বারুইপুর আদালত দোষীর ফাঁসির সাজা ঘোষণা করে। বারুইপুর আদালত সাজা ঘোষণার পর রাজ্য পুলিশের প্রশংসা করে। তাদের সক্রিয়তার কারণেই নজিরবিহীনভাবে কম সময়ের মধ্যে বিচার শেষ করা সম্ভব বলে দাবি ওয়াকিবহাল মহলের।

ফাঁসির সাজা ঘোষণার প্রায় দেড়মাস পর সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ আসামি মুস্তাকিন সর্দারের। তার আইনজীবীর দাবি, বক্তব্য না শুনে তড়িঘড়ি মামলার রায় দেন বিচারক। উল্লেখ্য, এর আগে সাজা ঘোষণার দিনেও মুস্তাকিন দাবি করে, সে কিছুই করেনি। একেবারে নির্দোষ। বিনা কারণে ফাঁসানো হয়েছে। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চ এই মামলা গ্রহণ করে।

সম্পাদকীয়

নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় অন্য দল আনলেই ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে না

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শে অনুপ্রাণিত এ রাজ্যের কিছু মানুষ কিছু কারণে বিজেপির হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিতে প্রভাবিত হলেও বেশিরভাগ লোকেই এই মানসিকতা একেবারেই মেনে নিতে পারেন না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ নিয়ে বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে এসেছেন। তাই বহু রকমের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ মানুষকেই প্রভাবিত করতে পারেনি বিজেপি। এ জন্যই বাংলাদেশের ঘটনাকে সামনে রেখেও বিজেপি হিন্দু রাজনীতির সুর চড়া করতে চাইলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। অন্য দিকে, দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা বামফ্রন্টের শাসনের নমুনা তাদের পক্ষে শুভ নয়, তাদের সমর্থকরাও বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বিব্রত। বর্তমানে কংগ্রেসের হাত ধরে আবার তাদের ক্ষমতায় ফিরে আসার রাজনীতিকেও বাম মনোভাবাপন্ন মানুষ সমর্থন করতে পারেননি। তাই দুর্নীতি, অপশাসন সত্ত্বেও তৃণমূলের পক্ষে বেশির ভাগ মানুষ ভোট দিয়েছেন। একে সেই অর্থে দুর্নীতিকে সমর্থন করা বলা যায় না। বরং, আশার কথা হল মানুষ কিন্তু এখন নির্বাচনের চেয়েও প্রতিবাদের রাজনীতিতে আস্থা রাখতে চাইছেন। মানুষ চান সুবিচার, অন্যায়ের প্রতিবাদ। তাই আমার মনে হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের অনেকেই বুঝেছেন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় অন্য দলকে আনলেই ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে না, প্রতিবাদের রাস্তাতেই একমাত্র আসল ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব। এই মানসিকতাই এখন পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে কাজ করছে।

শব্দবাণ-১৭৪

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. চিত্তাকর্ষক ৫. বাঙালি হিন্দু জাতিবিশেষ ৬. বিন্দু ৭. উপাসনা, পূজা ৮. পিতা ১০. মহাকবি কালিদাসের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বড়োমানুষি ২. হাতে পাঁজি— ৩. নাড়ু ৪. নীতিপালনে একনিষ্ঠ ৯. অদৃশ্য ১১. সোজাসুজি নয়, দূরব্যাপী।

সমাধান: শব্দবাণ-১৭৩

পাশাপাশি: ১.পতাকা ৩. চাউর ৫. সমাজ ৬. নিরাশ ৭. খেতাব ৯. অণুভা ১১. রসাল ১২. কপোত।

উপর-নীচ: ১. পর্যাস ২. কাগজ ৩. চাহনি ৪. রমেশ ৭. খেচর ৮. বদল ৯. অলুক ১০. ভারত।

জন্মদিন

আজকের দিন

লালা লাজপত রায়

১৮৬৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ লালা লাজপত রায়ের জন্মদিন।
১৯৩০ বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত যশরাজের জন্মদিন।
১৯৩৭ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুমন কল্যানপুরের জন্মদিন।

২৬ জানুয়ারি নেতাজি চেয়েছিলেন পূর্ণ স্বরাজ, আজ যা প্রজাতন্ত্র দিবস

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

ইতিহাস বলছে, ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ এ দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পায়। স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় যুক্তরাজ্যের সংসদে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হওয়ার মাধ্যমে। এর ফলে ব্রিটিশ ভারত ভেঙে গিয়ে কমনওয়েলথ অফ নেশনস -এর অন্তর্গত অধিরাজ্য হিসেবে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ এ ভারত স্বাধীন হলেও দেশের প্রধান হিসেবে তখনও বহাল ছিলেন ষষ্ঠ জর্জ এবং লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ছিলেন এর গভর্ণর জেনারেল। তখনও দেশে কোনো স্থায়ী সংবিধান ছিল না; ঔপনিবেশিক ভারত শাসন আইনে কিছু রদবদল ঘটিয়েই দেশ শাসনের কাজ চলছিল। ১৯৪৭ খ্রিঃ ২৮শে আগস্ট একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য ড্রাফটিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ভীমরাও রামজী আম্বেডকর। ৪ঠা নভেম্বর ১৯৪৭ তারিখে কমিটি একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে গণপরিষদে জমা দেয়। চূড়ান্তভাবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে ২ বছর, ১১ মাস, ১৮ দিন ব্যাপী সময়ে গণপরিষদ এই খসড়া সংবিধান আলোচনার জন্য ১৬৬ বার অধিবেশন ডাকে। এই সমস্ত অধিবেশনে জনসাধারণের প্রবেশের অধিকার ছিল। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর স্বাধীন ভারতের সংবিধান গৃহীত হবার পর ঠিক করা হয় ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনের সেই দিনটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে ভারতের সংবিধান কার্যকর হবে এবং সেদিন থেকে প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ বা Republic of India হিসেবে পরিচিত হবে। বহু বিতর্ক ও কিছু সংশোধনের পর ২৪ শে জানুয়ারি ১৯৫০ এ গণপরিষদের ৩০৮ জন সদস্য চূড়ান্ত সংবিধানের হাতে-লেখা দু'টি নথিতে (একটি ইংরেজি ও অপরটি হিন্দি) স্বাক্ষর করেন। এর দু'দিন পর অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারি সারা দেশব্যাপী এই সংবিধান কার্যকর হয়। যে ইতিহাস আজও ভুলতে পারেনি মানুষ, সেই ইতিহাস বলছে - ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি সারা দেশ জুড়ে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আনন্দ উৎসব উদ্যাপিত হবে, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এমনই ভাগ্য, তার ক'টা দিন আগেইলাহোর থেকে কলকাতা ফেরার পর তাঁর জন্মদিনের দিন অর্থাৎ ২৩শে জানুয়ারি তিনি গ্রেপ্তার হলেন। দেশের সেই প্রথম স্বাধীনতা দিবসে আনন্দ উৎসবে যোগ দেওয়া থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। আর আজ যে আমরা ২৬শে জানুয়ারি দিনটি প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করে থাকি একসময় আমরা এই দিনটাকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করতাম। চলুন, কয়েক বছর পিছিয়ে গিয়ে একবার ইতিহাসটা জেনে নেওয়া যাক। সময়টা ১৯২৮ সাল। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন চলছে, তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র মিলিটারি ইউনিফর্ম পরে ঘোড়ায় চড়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী পরিচালনা করছেন আর সেই অধিবেশনে সভাপতি হচ্ছেন মোতিলাল নেহরু। মহাত্মা গাঁধী প্রস্তাব এনেছেন, ব্রিটিশ সরকারের কাছে কংগ্রেসের দাবি ডোমিনিয়ন স্টেটাস। তরুণ সুভাষচন্দ্র; প্রস্তাবের পরিবর্তন করে বললেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস নয়, চাই পূর্ণ স্বরাজ। গাঁধীজি বুঝিয়ে বললেন, তিনি ব্রিটিশ সরকারকে এক বছর সময় দেবেন। এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস না দিলে তিনি নিজেই পূর্ণ স্বরাজ দাবি করবেন। গাঁধীজি কিন্তু কথা রেখেছিলেন, তবে সুভাষচন্দ্র ততক্ষণে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন। ঠিক একবছর পর। সময়টা ১৯২৯-এর ডিসেম্বর।লাহোরে ইরাবতী নদীর তীরে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি জওহরলাল নেহরু। মহাত্মা গাঁধী পূর্ণ স্বরাজ দাবি করে প্রস্তাব আনলেন। সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করলেন, শুধু পূর্ণ স্বরাজ নয়, আমরা নিজেদের প্যারালাল গভর্নমেন্ট, সমান্তরাল সরকার ঘোষণা করব। তারপর, লাহোর কংগ্রেসে ঘোষণা হল, ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হবে, দেশ জুড়ে আনন্দ উৎসব উদ্যাপিত হবে। তারপর এসে গেল ১৫ অগস্ট, ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া ক্ষমতা হস্তান্তর। দেশের নেতৃত্ব মেনে নিলেন, সে দিন থেকে আমাদের স্বাধীনতা দিবস হল ১৫ অগস্ট। তবে ২৬ জানুয়ারিকে আমরা মনে রাখলাম অন্য ভাবে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান যে দিন চালু হল আমরা নিজেদের স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলাম। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আমাদের 'রিপাবলিক ডে' হিসেবে ঘোষণা হল। মহাত্মা গাঁধী নাম দিয়াছিলেন, স্বতন্ত্রতা সঙ্কল্প দিবস। শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনের শিকল ভেঙে ভারত সত্যিই স্বাধীনতার মুখ দেখল আর ভাগ্যের সাথে গাঁটছড়া বাঁধল ১৫ অগস্ট। ফলত ২৬ জানুয়ারির অভিধাও ক্রমে পাল্টে গেল। আড়াই বছর পর দেশের প্রথম সংবিধান প্রস্তুত করার জন্য একটি শুভদিন দেখে তা কার্যকর করবার দরকার পড়ল। এবং সেই সূত্রে বেছে নেওয়া হল ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যে পূর্ণ ২৬ জানুয়ারি দিনটিকেই। সেই থেকে বিংশ শতকের ভারতে যা ছিল স্বাধীনতা দিবসের প্রথম দাবিদার, সেই ২৬ জানুয়ারির পরিচয় ভারতীয় জনসাধারণের কাছেএসে হল প্রজাতন্ত্র দিবস। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় গণপরিষদ সংবিধান কার্যকরী হলে ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কার্যকরী হওয়ার ঠিক দুই মাস আগে, ১৯৪৯ খ্রিঃ ২৬ নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক ভারতের সংবিধান অনুমোদিত হয়। আগেই বলেছি, ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে সংবিধান কার্যকর করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল কারণ ১৯৩০ খ্রিঃ ঐ একই দিনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ণ স্বরাজের সংকল্প ঘোষিত ও গৃহীত হয়েছিল। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ এ দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পায়। স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় যুক্তরাজ্যের সংসদে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হওয়ার মাধ্যমে। এর ফলে ব্রিটিশ ভারত ভেঙে গিয়ে কমনওয়েলথ অফ নেশনস-এর অন্তর্গত অধিরাজ্য হিসেবে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়।১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ এ ভারত স্বাধীন হলেও দেশের প্রধান হিসেবে তখনও বহাল ছিলেন ষষ্ঠ জর্জ এবং লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ছিলেন এর গভর্ণর জেনারেল। তখনও দেশে কোনো স্থায়ী সংবিধান ছিল না; ঔপনিবেশিক ভারত শাসন আইনে কিছু রদবদল ঘটিয়েই দেশ শাসনের কাজ চলছিল। ১৯৪৭ খ্রিঃ ২৮শে আগস্ট একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য ড্রাফটিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ভীমরাও রামজি আম্বেডকর । ৪ঠা নভেম্বর ১৯৪৭ তারিখে কমিটি একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে গণপরিষদে জমা দেয়। চূড়ান্তভাবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে ২ বছর, ১১ মাস, ১৮ দিন ব্যাপী সময়ে গণপরিষদ এই খসড়া সংবিধান আলোচনার জন্য ১৬৬ বার অধিবেশন ডাকে। এই সমস্ত অধিবেশনে জনসাধারণের প্রবেশের অধিকার ছিল। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর স্বাধীন ভারতের সংবিধান গৃহীত হবার পর ঠিক করা হয় ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনের সেই দিনটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে ভারতের সংবিধান কার্যকর হবে এবং সেদিন থেকে প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ বা Republic of India হিসেবে পরিচিত হবে। বহু বিতর্ক ও কিছু সংশোধনের পর ২৪ শে জানুয়ারি ১৯৫০ এ গণপরিষদের ৩০৮ জন সদস্য চূড়ান্ত সংবিধানের হাতে-লেখা দু'টি নথিতে (একটি ইংরেজি ও অপরটি হিন্দি) স্বাক্ষর করেন। এর দু'দিন পর সারা দেশব্যাপী এই সংবিধান কার্যকর হয়।

সাধারণতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজ

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় রাজধানী নতুন দিল্লীতে কুচকাওয়াজ হয় রাষ্ট্রপতির আবাসস্থল রাষ্ট্রপতি ভবনের নিকটবর্তী রাইসিনা হিল থেকে রাজপথ বরাবর ইন্ডিয়া গেট ছাড়িয়ে।কুচকাওয়াজ আরম্ভ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি রাজপথের একপ্রান্তে অবস্থিত ইন্ডিয়া গেটে শহিদ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মারক অমর জওয়ান জ্যোতি-তে একটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এর পর ঐ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শহিদ সৈন্যদের প্রতি এইভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এর পর রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হন এবং প্রধান অতিথির সাথে রাজপথে অবস্থিত অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে আসেন। রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষকরা ঘোড়ার পিঠে করে তাদের পথপ্রদর্শন করেন।

বীটিং রিট্রীট

বীটিং রিট্রীট এর মাধ্যমে সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্যাপনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি সূচিত হয়। সাধারণতন্ত্র দিবসের ৩ দিন পর, ২৯শে জানুয়ারি সন্ধেবেলা বীটিং রিট্রীট অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের সামরিক বাহিনীর তিন প্রধান শাখা ভারতীয় স্থলসেনা, ভারতীয় নৌবাহিনী এবং ভারতীয় বায়ুসেনা এই রিট্রীটে অংশ নেয়। রাজপথের প্রান্তে ভারতের কেন্দ্রীয় সচিবালয় ও রাষ্ট্রপতি ভবনের নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক ভবন দু'টির মধ্যবর্তী রাইসিনা হিল ও বিজয় চকে এই অনুষ্ঠানটি হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি, যিনি অশ্বারোহী 'পিবিজি' (প্রেসিডেন্টস বডিগার্ডস/ রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষক) কর্তৃক পথপ্রদর্শিত হয়ে আসেন। তিনি উপস্থিত হলে পিবিজির অধিনায়ক তার বাহিনীকে জাতীয় অভিবাদনের (স্যালুট) নির্দেশ দেন। এর পর সামরিক বাহিনী কর্তৃক ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। এই সঙ্গীতের পাশাপাশি সম্মিলিত স্থল, জল ও বায়ুসেনার বিভিন্ন ব্যান্ড, পাইপ, ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের কুশলীরা অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে সারে জাঁহা সেআচ্ছা প্রভৃতি দেশাত্মবোধক গানের আয়োজনও করেন।

যাই হোক, সংবিধান চালু হবার পরের বছরই এই বিশাল জনবহুল বিভেদময় দেশের প্রতিটি কোণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবার মধ্যে সেই অসামান্য শপথের ছাপ লুকিয়ে থাকল। সব ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের সমমনস্ক হবার প্রতিজ্ঞার মধ্যে, কিংবা যুগ-যুগ ধরে পিছিয়েথাকা সমাজকে আলাদা ভাবে রাষ্ট্রীয় সুযোগ দেবার মধ্যে সেই অসামান্য শপথ ধ্বনিত হ'ল। সময় চির কাল সমান যায় না, রাষ্ট্রের ধ্বজাধারীদের চরিত্রও সব সময় এক হয় না, কিন্তু আশা করা হল, যে কোনও পরিস্থিতিতে দেশের এই বৃহৎ স্বাধীনতাটি রাষ্ট্র সতর্ক ভাবে রক্ষা করে চলবে। তাই, এই বৃহৎ স্বাধীনতার কথা স্মরণ করা; কোথাথেকে শুরু করে কোথায় এসে পৌঁছানো গেল তা বিবেচনা করা;বিশেষ জরুরি। প্রজাতন্ত্র দিবস এই জরুরি কাজটি করবার দিন।

ঋণ: উইকিপিডিয়া।

মোদির চেষ্টায় বিশ্ব দরবারে ভারতবর্ষ বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের প্রতীক

প্রদীপ মারিক

ভারতবর্ষ সত্যের এক নাম। সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতীক ভারতবর্ষ। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিল ভারত। তবে তখনও ভারতের কোনও সংবিধান সক্রিয় ছিল না। পরবর্তী ১৯৪৭ সালে ২৯ অগাস্ট ডঃ বি আর আম্বেদকরকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করে গঠন করা হয় একটি খসড়া কমিটি। সংবিধান তৈরির জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধানের একটি আনুষ্ঠানিক খসড়া পেশ করা হয় গণপরিষদে। চূড়ান্তভাবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে ২ বছর, ১১ মাস, ১৮ দিন ব্যাপী সময়ে গণপরিষদ এই খসড়া সংবিধান আলোচনার জন্য ১৬৬ বার অধিবেশন ডাকে। এই সমস্ত অধিবেশনে জনসাধারণের প্রবেশের অধিকার ছিল। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর স্বাধীন ভারতের সংবিধান গৃহীত হবার পর ঠিক করা হয় ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি যে দিনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঔপনিবেশিক শাসন থেকে পূর্ণ স্বরাজ ঘোষণা করেছিল অর্থাৎ প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনের সেই দিনটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ভারতের সংবিধান কার্যকর হবে এবং সেদিন থেকে ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি সংবিধান গৃহীত হয় চূড়ান্ত ভাবে। সংবিধান গৃহীত হলেও দুই দিনের জন্য কার্যকর হয় নি সেই সংবিধান। ২৬ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক ভাবে বাস্তবায়িত হয় ভারতের সংবিধান। সংবিধান ছিল নতুন প্রজাতন্ত্রের প্রাণ, একটি গণতান্ত্রিক, সমতাবাদী এবং ন্যায়পরায়ণ সমাজের কাঠামো। সংবিধানটি ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ সালে কার্যকর করা হয়, গড়ে ওঠে সার্বভৌম গণ-প্রজাতান্ত্রিক ভারত। অর্থাৎ এই দিন থেকে সংবিধান ভারতকে একটি সার্বভৌমিক প্রজাতন্ত্রে পরিবর্তন করে। প্রজাতন্ত্র দিবস স্মরণ করে স্বাধীন ভারতের চেতনাকে। ভারত ভূখণ্ড একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচয় পায় এই দিন থেকে। গণতন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে একটি গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ধারণা। গণতন্ত্রের মূল্য রাজনৈতিক সমতার মূল নীতির উপর নির্ভর করে। নাগরিকরা একটি অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। সমগ্র ভারতবাসী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ওপর অবিচল আস্থা বজায় রেখে অবাধ এবং সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মর্যাদা সম্পন্ন করে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের প্রতি মর্যাদা এবং সম্মান দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থার বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা দিয়েছে। জাতীয় ভোটার দিবস গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে ভোটের অধিকারের মূল্যের একটি শক্তিশালী অনুস্মারক । এই দিনটি উদযাপন করে, ভারত শুধুমাত্র তার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে সম্মান করে না বরং দেশের নাগরিকদের জাতির ভবিষ্যত গঠনের ক্ষমতা দেয়। ২০২৫ সালের জাতীয় ভোটার দিবসের থিম ভোটারদের অংশগ্রহণকে আরও অনুপ্রাণিত করবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিটি কণ্ঠস্বর গণনা করা নিশ্চিত করবে। মহারাষ্ট্র ভোটের পর নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছিল কংগ্রেস। ' মন কি বাত' অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদি বলেছেন, 'নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও আধুনিক করতে দীর্ঘ সময় ধরেই একের পর এক প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে। যা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। এতে আমাদের ভোট প্রক্রিয়া আরও উন্নত হয়েছে।' প্রতি বছর জাতীয় ভোটার দিবসের একটি থিম থাকে। এই ভোটার দিবস ই ভোটারদের সচেতনতা, অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার মূল দিকগুলো তুলে ধরে। ২০২৫ এ জাতীয় ভোটার দিবসের থিম ভারতের নির্বাচন কমিশনকে সমর্থন করবে। এই দিবসের লক্ষ্যই হল ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানো, লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস করা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করা। নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৫ শে জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হয় । মোদি সরকার তরুণ ভোটারদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে উৎসাহিত করে। ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবসেই গঠিত হয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সে কারণেই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও মজবুত এবং আধুনিক করার জন্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোদি। পাশাপাশি চলতি বছর দেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার ৭৫ বছর বছর পূর্ণ হচ্ছে, তাই এ বারের প্রজাতন্ত্র দিবস বিশেষভাবে স্মরণীয় বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল প্রথম জাতীয় ভোটার দিবসের উদ্বোধন করেছিলেন । সেই থেকে এই দিনটি ভারতীয়দের ভোটদানের গুরুত্ব, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। ১৮ বছর বয়সী নতুন ভোটাররা ভোটার তালিকায় নাম লেখাতে উৎসাহিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন সারা দেশে ৮.৫ লক্ষ ভোট কেন্দ্রের প্রতিটিতে প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ১৮ বছর বয়সী সকল যোগ্য ভোটারদের চিহ্নিত করার জন্য একটি জোরালো প্রশিক্ষণ শিবির চালু করেছিল। নির্বাচন কমিশন ঠিক করে যোগ্য ভোটারদের তালিকাভুক্ত করা হবে এবং প্রতি বছর ২৫ শে জানুয়ারী তাদের নির্বাচনী ফটো আইডেন্টিটি কার্ড (ক্কঞ্জজ্ঞ) হস্তান্তর করা হয়। নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগে তরুণদের ক্ষমতায়ন, গর্ববোধ এবং তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে। নতুন ভোটারদের একটি ব্যাজ প্রদান করা হয় যার লোগোয় লেখা আছে, 'ভোটার হতে গর্বিত - ভোট দিতে প্রস্তুত।' মোদি সরকার ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর ই গণতান্ত্রিক পক্রিয়া আর ও মজবুত হয়। ২০১৬ সালে ভোটার দিবসের থিম ছিল 'অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গুণগত অংশগ্রহণ' অর্থাৎ শেষ ভোটারের কাছে পৌঁছানো এবং জ্ঞাত ও নৈতিক ভোটিং প্রচারের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা। কোন ভোটারকে পিছিয়ে রাখা যাবে না স্লোগানটি অন্তর্ভুক্তির উপর আরও জোর দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে শ্রেষ্ঠত্ব, দক্ষতা এবং উদ্ভাবনের জন্য জাতীয় পুরস্কার চালু করা হয়। নির্বাচনী পক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যাবহার করে তরুণ ভোটারদের ভোটগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন এবং মোদি সরকার সদা জাগ্রত। মোদি সরকার ই সমগ্র দেশবাসীকে মর্যাদা দিয়েছেন। মোদি সরকার'ই বুঝেছে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত ভোটারদের হাতে সেই জন্য ভোটারদের মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ভোটারদের ভোট দেওয়ার আগে এবং পরে বিবেচনা করে প্রতিটি ভোটারদের ভোট দায়িত্ব নিয়ে গণনা করা হয়, একই সঙ্গে নির্বাচনের সঠিক বার্তা প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিতে নির্বাচন কমিশন এবং মোদি সরকার প্রতিজ্ঞা বদ্ধ। জাতীয় ভোটার দিবস (গুঞ্জঙ্গ), ভারতের নির্বাচন কমিশনের ভিত্তিকে সম্মান করে এবং একটি গণতন্ত্রে ভোটদানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া লক্ষ্য করে ভারতীয় নাগরিকদের ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর উদযাপন করে। জাতীয় ভোটার দিবস ২০২৫ সাল ১৫ তম জাতীয় ভোটার দিবস হিসাবে চিহ্নিত হবে। নতুন ভোটারদের ক্ষমতায়নে উৎসাহিত করবে এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার উপর দৃষ্টি নিবন্ধন করবে। এই দিনটি ভোটের অধিকার প্রয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরবে এবং সারা দেশে ভোটার শিক্ষা প্রচার করবে। ২০২৫ সালের জাতীয় ভোটার দিবসের থিমটি সক্রিয় নির্বাচনী অংশগ্রহণের ধারণাকে প্রচার চালিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে, অনেকটা ২০২৪ এর থিমের মতো, 'ভোট দেওয়ার মতো কিছুই নয়, আমি নিশ্চিত ভোট দিই।' এই থিমটি আত্মবিশ্বাস এবং উৎসাহের সাথে একজনের ভোটের অধিকার প্রয়োগের গুরুত্বকে নির্দেশ করে। ১৯৫০ এবং ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বজনীন ভোটাধিকারের দিকে ভারতের যাত্রা শুরু হয় । ভোটের অধিকার হল একটি সাংবিধানিক অধিকার যা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের উপর ভিত্তি করে সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকরা ভোট দেওয়ার যোগ্য। ভোট দেওয়ার বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয় ৬১ তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ১৯৮৮ দ্বারা। বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করা ২০২৩ সালে যার থিম ছিল 'অন্তর্ভুক্ত নির্বাচন'। গণতান্ত্রিক পক্রিয়ার কণ্ঠস্বর হলেন ভোটাধিকার পাওয়া দেশবাসী। নির্বাচন কমিশন সদা জাগ্রত দেশবাসীর জন্য সুষ্ঠ নির্বাচন করার জন্য। মোদি সরকারের মতোই বঙ্গের ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক শাসক দলকে ঠিক করতে হবে আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যাতে সমগ্র বঙ্গের ভোটার রা সঠিক ভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, এর ফলে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা কেবল মজবুতই হবে না, ভোটারদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। মোদি শুধু ভারতবর্ষের নয় তিনি বিশ্ব বাসীর কাছে গণতন্ত্রের প্রতীক। সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজধানী নতুন দিল্লীতে কুচকাওয়াজ হয় রাষ্ট্রপতির আবাসস্থল রাষ্ট্রপতি ভবনের নিকটবর্তী রাইসিনা হিল থেকে কর্তব্য পথ বরাবর ইন্ডিয়া গেট ছাড়িয়ে। কুচকাওয়াজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতি কর্তব্য পথের একপ্রান্তে অবস্থিত ইন্ডিয়া গেটে শহিদ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মারক অমর জওয়ান জ্যোতি-তে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এর পর ঐ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার পরবর্তী যুদ্ধ গুলিতে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শহিদ সৈন্যদের প্রতি এইভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এর পর রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হন এবং প্রধান অতিথির সাথে কর্তব্য পথে অবস্থিত অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে আসেন। রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষীরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের পথপ্রদর্শন করেন। এই প্রদর্শনগুলি কার্তব্য পথ বরাবর গর্বের সাথে মার্চ করে। ২০২৫-এর জন্য নির্বাচিত থিম হল 'স্বর্ণিম ভারত, বিরসাত ও বিকাশ', যার লক্ষ্য ভারতের প্রগতির যাত্রা প্রতিফলিত করা এবং এর গভীর-মূল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সম্মান করা। প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৫ -এর জন্য ১৫ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল , অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, চণ্ডীগড়, গোয়া, গুজরাট, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, ত্রিপুরা, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ কার্তব্য পথে তাদের রাজ্যের প্রতীকি প্রদর্শন করবে , উপরন্তু, ১১ টি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ তাদের প্রতিনিধিত্ব প্রদর্শন করবে। এমনকি কুচকাওয়াজের জন্য নির্বাচিত নয় এমন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিও ২৬-৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত লাল কেল্লায় অনুষ্ঠিত ভারত পর্বে তাদের মূর্তি প্রদর্শনের সুযোগ পাবে। ২০২৫ প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের জন্য, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি, প্রবোও সুবিয়ান্তো, প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য ভারতের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। সুবিয়ান্তোর সফর, প্রধানমন্ত্রী মোদির তৃতীয় মেয়াদের প্রথম, দুই দেশের মধ্যে বিশেষ করে প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক বিষয়ে ক্রমবর্ধমান কৌশলগত সহযোগিতার ওপর জোর দেয়। বিশ্ব শান্তি স্থাপনা করে মোদি বৃহত্তম ধ্‌মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে সমগ্র বিশ্বের কাছে সু উচ্চতায় স্থাপনা করেছেন।

আনন্দকথা

দেখলাম, সেই এক ঈশ্বর — তাঁর কাছেই সকলি আসছে — ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।য

''তীর্থে গেলাম তা এক-একবার ভারী কষ্ট হত। কাশীতে সেজোবাবুদের সঙ্গে রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি তারা বিষয়ের কথা কচ্ছে! — টাকা, জমি, এই সব কথা। কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। বললাম, মা, কোথায় আনলি। দক্ষিণেশ্বরে যে আমি বেশ ছিলাম। পাইরাগে দেখলাম, সেই পুকুর, সেই দুর্গা, সেই গাছ, সেই তেতুঁল পাতা। কেবল তফাত পশ্চিমে লোকের ভুষির মতো বাহ্যে। (ঠাকুর ও মণির হাস্য)

''তবে তীর্থে উদ্দীপন হয় বটে। মথুরবাবুর সঙ্গে বৃন্দাবনে গেলাম। মথুরবাবুর বাড়ির মেয়েরও ছিল — হৃদেও ছিল। কালীয়দমন ঘাট দেখবামাত্রই উদ্দীপন হত — আমি বিহ্বল হয়ে যেতাম! — হৃদে আমায় যমুনার সেই ঘাটে ছেলেটির মতন নাওয়াত।

''যমুনার তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুয়ারে সরকারে সামাজিক প্রকল্পের ফর্ম তুলতে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে সামাজিক প্রকল্পের ফর্ম তুলতে গিয়ে বেশ কিছু লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ দুর্ব্যবহার করেন ওই বিভাগের এক কর্মী জানালেন বেশ কিছু সাধারণ মানুষ। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় উত্তরপাড়ায় দুয়ারে সরকার দ্বিতীয় দফায় ক্যাম্প হল। এই ক্যাম্পে উপস্থিত প্রচুর সাধারণ মানুষ এক বছর পর দুয়ারে সরকার পুনরায় সাধারণ মানুষের কাছে এসে হাজির হল হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিড়লা মোড়ে লুই ব্রেইল মেমোরিয়াল স্কুলে সকাল থেকে লাইন পড়ে যায় লাইনে বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো মহিলাদের বেশিরভাগই লক্ষ্মীর ভান্ডার ফর্ম তোলার জন্য আগ্রহী ছিলেন অনেকে ফর্ম তুলে তা পূরণ করে কাউন্টারে জমা দিলেন।

এই দুয়ারে সরকার প্রকল্পে লক্ষ্মীর ভান্ডার স্বাস্থ্য সাথী মানবিক রেশন কার্ড সহ নানা প্রকল্পের সহায়তা দেওয়া হলো সাধারণ মানুষের কাছে, দেখা গেল এখনও অনেক মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের সুযোগ পায়নি। কয়েকজন মহিলা জানালেন, 'আমরা কয়েকবার করে ফর্ম জমা দিয়েছিলাম কিন্তু লক্ষ্মীর ভান্ডার চালু হয়নি। তাই আবার আমরা এতক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের ফর্ম তুলে ফিলআপ করে জমা দিচ্ছি।' তারা নির্দিষ্টভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। বয়স্কদের ভিড় ছিল বার্ধক্য ভাতার ফর্ম তোলার জন্য সোমবার মাখলায় চারটি ওয়ার্ড একসঙ্গে এই প্রকল্পের ক্যাম্পে বসে। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মানসী সিংহ কাউন্সিলর ২৩ নম্বর ওয়ার্ড অর্ণব রায় ২২ নম্বর ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট মানিক সিংহ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রিলস বানাতে গিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ট্রেনের বগির ওপর চেপে রিলস ভিডিও করতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি হল এক কিশোরের। কিশোরের নাম জিসান শেখ। তার বাড়ি কেতুগ্রাম থানার খাজি এলাকায়। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের জ্ঞানদাস কাঁন্দরা স্টেশনে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন বন্ধু মিলে সোমবার সকালে জ্ঞানদাস কাঁন্দরা স্টেশনে আসে। বন্ধুদের বারণ করা সত্ত্বেও তাদের কথা না শুনে ওই কিশোর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের বগির ওপরে চেপে রিলস ভিডিও করছিল। ভিডিও শুট করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত ট্রেনের হাই ভোল্টেজ ওভারহেড তারে হাত লেগে যায় কিশোরের। এরপরই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কিশোরের দেহ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। ট্রেনের বগির ওপর পড়ে থাকে কিশোরের দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেল পুলিশের কর্মীরা।

এরপরই ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা। পরে রেল পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুবেশ্বর: রবিবার দুপুরে পাণ্ডুবেশ্বরের ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ধনঞ্জয় ভান্ডারী। যিনি পেশায় একজন সেলুন ব্যবসায়ী। ধনঞ্জয় তাঁর মোটরবাইকে যাওয়ার সময় একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

সোমবার তাঁর শোকস্তব্ধ পরিবার এবং স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন মৃতদেহ রেখে ক্ষতিপূরণের দাবিতে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পরিবারের দাবি, ধনঞ্জয়ের দুই সন্তান; এক পুত্র ও এক কন্যার ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চয়তার মুখে। প্রায় কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই বিক্ষোভে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন পঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূল নেতা যমুনা ধীবর। তিনি ধনঞ্জয়ের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং পুলিশের তরফে আশ্বাস দেন যে পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী, ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের মেরামতির কাজ দ্রুত শুরু করার কথাও তিনি জানান। পুলিশের আশ্বাস এবং যমুনা ধীবরের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ শেষ হয়।

চাই জঙ্গিমুক্ত, মৌলবাদী মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ : শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাংলাদেশ সীমান্তে তিরঙা যাত্রায় হুঁশিয়ারি ভারত সামরিক শক্তিতে এগিয়ে। চাই জঙ্গিমুক্ত, মৌলবাদী মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ। রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন মালদায় বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'ম্যানপাওয়ার লাগবে না কয়েকটা ড্রোন ছেড়ে দিলেই কেল্লাফতে। আপনাদের আমরা হুঁশিয়ার করে দিতে চাই জঙ্গিমুক্ত, মৌলবাদী মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ আমরা করবই।' মালদার সীমান্ত থেকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দু অধিকারীর। মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত শবদলপুর থেকে সুকদেবপুর পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার শুভেন্দু অধিকারীর তিরঙা যাত্রা করেন। তিনি ছাড়াও এদিন পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে মালদা জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেন, 'ভারতবর্ষ আজকের কোন জায়গায় গিয়েছে সেটা গোটা বিশ্ব দেখছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর চতুর্থ শক্তিশালী দেশ। ভারতবর্ষে আজকে পৃথিবীতে সামরিক শক্তিতে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। কিছুদিনের মধ্যে দ্বিতীয় শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে। ভারতবর্ষে যদি মশা, মাছিরা চোখ তোলে, আঙুল তোলে ভারত বিরোধী শক্তিকে আপনারা উৎসাহ দেন তা হলে আপনারা জানবেন সোনারের টুকটাক

আর কামারের এক ঘা। আপনারা আমাদের ভূখণ্ডে কৃষকদের ধান তুলতে দেবেন না। গবাদি পশুদের তুলে নিয়ে যাবেন।'

বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ২২০০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। ১৮৯৪ সালে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট কালেক্টরেট হাতে থাকে যাকে আমরা এখন ডিএম বলি। ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর যত টাকা লাগে দেয়। যত মূল্য জমি দিয়ে দিতাম সেই টাকা দিতে চাই। কিন্তু রোহিঙ্গা মুসলমানদের ঢুকিয়ে জনসংখ্যা বদলে দিয়ে আজকে পশ্চিমবঙ্গকে দখল করে নিতে চায় এরা। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাই ৫৯৬ কিলোমিটার জায়গা কাঁটাতার দেওয়ার জন্য জমি দেয়নি। বিএসএফকে ১৭টা চৌকি করার জন্য জায়গা দেয়নি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিএসএফের এগারোটা বড় ক্যাম্প করার কথা, সেই ক্যাম্প করার জমি দেওয়া হয়নি।'

বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যারা ওপার থেকে কাঁটাতারের বেড়া না থাকার সুযোগ নিয়ে এপারে ঢোকার চেষ্টা করছে তাদের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিহত করছে বিএসএফ। আমাদের ভারতবর্ষ অনেক বড় শক্তিশালী দেশ। এরা আঁচর দিচ্ছে, এরা কামড়াচ্ছে। এরা ঢিল ছুঁড়ে দেখছে। আমাদের বিএসএফ ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। কেন জানেন ওপারে একটা অবৈধ সরকার তৈরি হয়েছে। একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে গায়ের জোরে সরিয়ে দিয়েছে। একটা বন্দুকবাজের সরকার, জঙ্গিবাদের সরকার একটা অবৈধ সরকার তৈরি হয়েছে।'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

M.A. Trading & Financing Pvt. Limited
Chitrakoot Building, Flt : 104, 10th Floor, 230A, Acharya Jagdish Chandra Bose Road, Kolkata-700020
Date: - 24.01.2025

To,
1. Rhea Arts Pvt. Ltd., 27/8A, Sirajudala Sarani, P.S. Hare Street, Kolkata-700069. Also, at 27/8A, Waterloo Street, 1st floor, Kolkata-700069.
2. Mr. Dipak Kumar Ghosh, 26E, Rabindra Pally School Road, Nimta, 23 Nimta, North 24 Parganas, Kolkata-700059. Also, at 14/9/3, Nadikul Road, Nimta, Kolkata- 700049.
3. Mr. Mohit Kochar, 9, Lower Rowdon Street, Kolkata – 700020.
4. Mrs. SarlaKochar, 9, Lower Rowdon Street, Kolkata – 700020.

Ref: A.P. (COM) No. 783 of 2024
Before the Learned Sole Arbitral Tribunal of Mr. Pourush Bandyopadhyay, Advocate
M.A. Trading and Financing Pvt. Limited
….. Petitioner
Vs
Mr. Mohit Kochar and Ors.
….. Respondents

Sirs/Madam,
Kindly note that vide minutes dated 21st January 2025 passed by the Learned Sole Arbitrator being Mr. Pourush Bandyopadhyay, Advocate in the abovementioned arbitral reference, the Learned Tribunal directed the claimant abovenamed to effect substituted service of the minutes dated 21st January 2025 upon your good selves by issuance of paper publication in three local newspapers one in English, Hindi and Bengali.
Kindly further note that the returnable date of the instant arbitral sitting is fixed on 5th February 2025 at 4:30pm at Junior Bar Library, Hon'ble High Court at Calcutta.
This is for your knowledge.

ফর্ম নং আইএনসি. ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর বিষয়ক সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন)
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ (৫) (এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
বেনিশা জুয়েলার্স প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস : সেন্টার পয়েন্ট বিল্ডিং, ৮মতল, ২৮/২, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা : ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,শুক্রবার ১০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ছত্তিশগড় রাজ্যে স্থানান্তরের** বিষয়টি নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে দরখাস্ত দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (**www.mca. gov.in**) বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থতল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা: ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় পাঠাতে পারেন একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
বেনিশা জুয়েলার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
গৌতম চাঁদ জৈন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০৫২৯৫০৬৬
তারিখ : ২৫.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি. ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর বিষয়ক সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন)
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ (৫) (এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
বেনিশা অর্নামেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস : সেন্টার পয়েন্ট বিল্ডিং, ৮মতল, ২৮/২, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা: ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ **...দরখাস্তকারী**
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,শুক্রবার ১০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ছত্তিশগড় রাজ্যে স্থানান্তরের** বিষয়টি নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে দরখাস্ত দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (**www.mca.gov.in**) বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থতল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা: ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় পাঠাতে পারেন একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
বেনিশা জুয়েলার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
গৌতম চাঁদ জৈন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০৫২৯৫০৬৬
তারিখ : ২৫.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
আলিপুর শাখা
১/এ, রোনাল্ডশে রোড, আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭
ফোন: (০৩৩) ২২৭৯৬২৬৭
ই-মেইল: alipore@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ {রুল ৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু :
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ২৩.০৯.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, ঋণগ্রহীতা- মেসার্স নেহা শাড়ি, স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি সাবিনা ইয়াসমিন (ঋণগ্রহীতা) স্বামী- এস কে জহিরুদ্দিন, ঠিকানা- মৌজা গোশপুর, জেএল নং ১৪ ইআর মিদ্দা সিং রায় এবং সেন পাড়া, গোশপুর, খানাকুল, হুগলী, পিন - ৭১২৬১৩ এবং জনাব এসকে জহিরুদ্দিন (জামিনদার এবং বন্ধকদাতা), ঠিকানা- মৌজা গোশপুর, জেএল নং ১৪ ইআর মিদ্দা সিং রায় এবং সেন পাড়া, গোশপুর, খানাকুল, হুগলী, পিন - ৭১২৬১৩ আমাদের আলিপুর শাখার সাথে- কে ১১৯৮০৯৬৪/- টাকা (শব্দে এক কোটি উনিশ লক্ষ আশি হাজার নয়শো চৌষট্টি টাকা) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি ২২ শে জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে ১১৯৮০৯৬৪/- টাকা (শব্দে এক কোটি উনিশ লক্ষ আশি হাজার নয়শো চৌষট্টি টাকা) ২৩.০৯.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩২ ডেসিমেল, শেখ জাহিরুদ্দিন এর নামে স্থানীয় আরামবাগ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, হোল্ডিং নং ২০৫, আরামবাগ লিঙ্ক রোড, থানা : আরামবাগ , জেলা : হুগলি, এডিএসআর : আরামবাগ, ডিআর : হুগলি, মৌজা : পারুল,জেএল নং ৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৯৬, এলআর দাগ নং ৫৩৭, ৫৩৭, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, আরএস দাগ নং ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫০, ২৭০৩, ২১৮, ৩৩৬, ৩৫৭, (দলিল নং ১৪১৪, ১৪১৫, ১৪১৬, ১৪১৭, ১৪১৮, ১৪৩১, ১৪৩২, ১৪৩৩, ১৪৬৪, ৭৫১-২০০৭ সালের, ২৮৯৮, ৬১৪, ৩২৫০, ৪৭১৮-২০০৯ সালের, ৪৯৫৯- ২০১১ সালের, ৪২১৮-২০১৮ সালের অনুযায়ী)। **ভবনের চৌহদ্দি :- উত্তরে :** মিলন কান্তি ঘোষ এর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** মেন রোড; **পূর্বে :** শেখ আসরফ আলি; **পশ্চিমে :** পুরসভা সড়ক।
তারিখ: ২২.০১.২০২৫, স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ফর্ম নং আইএনসি-২৫এ
পাবলিক কোম্পানির প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্তরক, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স স্টিসালিট অটোমেশন লিমিটেড (সিন-ইউ২৯২৫৩ডব্লুবি২০১৪পিএলসি২০১৭০৮) রেজিস্টার্ড অফিস -৭১ পার্ক স্ট্রিট, পার্ক প্লাজা (নর্থ ব্লক), ফ্ল্যাট নং ৭-৩বি, ৮মতল, কলকাতা : ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ,
...আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য **বিজ্ঞাপিত** হচ্ছে যে, ০৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ অধীনে এবং সংশ্লিষ্ট বিধি অধীনে কোম্পানি প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিবর্তনের জন্য কোম্পানি কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে প্রক্রিয়াধীন।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থান পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ হলফনামাদ্বার সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, ২এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থতল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা : ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, নিকট পাঠাতে পারেনএকটি কপি উল্লিখিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
স্টিসালিট অটোমেশন লিমিটেড
৭১ পার্ক স্ট্রিট, পার্ক প্লাজা (নর্থ ব্লক), ফ্ল্যাট নং ৭-৩বি,৮মতল, কলকাতা -৭০০০১৬।
স্টিসালিট অটোমেশন লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
হেমন্ত খেমকা
তারিখ: ২৮.০১.২০২৫ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন : ০০০৩২৬৩৬

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫
ই-সাধারণ নিলাম তথা বিক্রয় নোটিশ
স্থাবর সম্পদের বিক্রয় জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণভাবে সাধারণের প্রতি এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ সম্পত্তি **'যেখানে যে অবস্থায় আছে', 'যেখানে যা আছে'** এবং **'যেমন অবস্থায় আছে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' ২৭,৭২,২৮৫ টাকা (সাতাশ লাখ বাহাত্তর হাজার দুশো পঁচাশি টাকা মাত্র) ০৫.০১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশ ৩১.০১.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ২৪,৫১,৯৬৬ টাকা (চব্বিশ লাখ একান্ন হাজার নয়শো ছেষট্টি টাকা মাত্র)** এবং পরবর্তী সুদ চুক্তির হার অনুযায়ী এবং জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক ইত্যাদি ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা- **১) বাথ সলিউশনস (ঋণগ্রহীতা), ২) শ্রী রাম কিশোর বিনানি (প্রয়াত) (সহ ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা ১) এবং ৩) শীতল বিনানি (সহ ঋণগ্রহীতা ২/বন্ধকদাতা ২) এর কাছ থেকে উশুলের জন্য বিক্রয় করা করা হবে।** সম্পদের বিস্তারিত, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :-
তপশিল -১
জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ : আশীর্বাদ রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫মতলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, প্রেমিসেস নং ৩৯, কবি নবীন সেন রোড, হোল্ডিং নং ১৬৭ (পুরানো), ২৮১ (নতুন), ওয়ার্ড নং ২৫, থানা : দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৮। **ভবন/প্লটের চৌহদ্দি: পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, **পশ্চিমে :** তিন তলা ভবন; **উত্তরে :** অন্যান্যর সম্পত্তি ; **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া সড়ক।
তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৪.০২.২০২৫ **সময় :** বেলা ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২১.০২.২০২৫ বিকেল ৪:০০ টার পূর্ব পর্যন্ত
সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৩৮,৫০,০০০/- টাকা (আটত্রিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)। *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।	
বায়না জমা (আরপি -এর ১০ শতাংশ) ৩,৮৫,০০০/- টাকা (তিন লাখ পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র)।	
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০/- টাকা (এক লাখ টাকা মাত্র)	
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬ এবং শ্রী স্বপ্নিল তিওয়ারি : মো : ৯৮২০০৬৩২০৮	

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**;
সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ।
সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
স্বা/-
তারিখ : ২৩.০১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নিউ দিল্লি অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫
ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৪.০২.২০২৫ তারিখে, ৪৬,৮৮,৮৪৭ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ অষ্টআশি হাজার আটশ সাতচল্লিশ টাকা)** ০৫.০১.২০২৫ অনুযায়ী **[দাবি নোটিশ তারিখ ০৭.১২.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ৪০,৭৯,৪০৬ টাকা (চল্লিশ লাখ উনআশি হাজার চারশ ছয় টাকা) ০৫.১২.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া উভয় ঋণ সুবিধাদি সহ]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) সেন্টু সাহা (ঋণগ্রহীতা) এবং (২) গৌরী সাহা (সহ-ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :
তপশিল -১
জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ
সম্পত্তির বিস্তারিত -সংশ্লিষ্ট সকল অংশ হোল্ডিং নং ১২৯৩/১ (কর অনুযায়ী), ৭ডি বিজয়নগর, কালীতলা রোড,(স্থান পরিদর্শন অনুযায়ী), ওয়ার্ড নং ১৯, নৈহাটি পুরসভা অধীন, থানা এবং পো : নৈহাটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড : ৭৪৩১৬৫, মৌজা : নৈহাটি, দাগ নং ৩১৬৬, ৩১৬৭, খতিয়ান নং ১০৮৯৮।
ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : সড়ক
পশ্চিমে : খালি জমি
উত্তরে : স্বপন বিশ্বাসের ভবন
দক্ষিণে : সড়ক
তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৪.০২.২০২৫ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা দুপুর, প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২১.০২.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে
সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৫১,৫৩,৭০০ (একান্ন লাখ তিপ্পান্ন হাজার সাতশ টাকা) টাকা। *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।	
বায়না জমা (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : **৫,১৫,৩৭০ (পাঁচ লাখ পনেরো হাজার তিনশো সত্তর টাকা) টাকা।**	
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা	
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬ এবং শ্রী স্বপ্নিল তিওয়ারি : মো : ৯৮২০০৬৩২০৮	

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**।
সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ।
সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
তারিখ : ২৩.০১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নিউ দিল্লি অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

COSMIC CRF LIMITED
Registered Office: "Cosmic Tower" 19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata-700029, West Bengal.
CIN: L27100WB2021PLC250447, **Email:** info@cosmiccrf.com
Tel: +91 33 7964 7499, **Website:** www.cosmiccrf.com

NOTICE is hereby given that:
The Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of the Cosmic CRF Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Tuesday, February 18, 2025 at 3:00 P.M** (IST) through Video Conference ("VC") /Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business set out in the Notice of EGM. Members attending the EGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
In accordance with General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, vide its General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, No. 17/2020 dated 13th April, 2020, No. 20/2020 dated 5th May, 2020, No. 02/2021 dated 13th January, 2021, No. 21/2021 dated 14th December, 2021, No. 2/2022 dated 5th May, 2022, No. 10/2022 dated 28th December, 2022 and No. 09/2023 dated 25th September, 2023, ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India vide its Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, SEBI/HO/ CFD/PoD 2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 read with Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated 11th July, 2023 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), permitted companies to conduct Extra - Ordinary General Meeting ("EGM") through Video Conference ('VC')/ Other Audio-Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at the EGM Venue.
The EGM of the Company being held through VC/OAVM without the physical presence of Members at the Registered Office of the Company.
Electronic dispatch of the EGM Notice have been completed on Monday, January 27, 2024. The Notice of the EGM is also available on the website of the BSE Limited (at www.bseindia.com). Notice is further given that; the Company is providing electronic voting facility to the members to exercise their votes on all the resolutions set forth in the Notice of EGM. The Company has engaged NSDL for providing e-voting facility. The notice of the EGM is sent only by email to all those Members whose email addresses are registered with the Company or Depository Participants (DP), as the case may be. However, Members including Members who have not registered their E-mail addresses with the Company/DP can download the EGM Notice from the Company's website i.e. www.cosmiccrf.com and the same is also available on the website of the BSE Limited (at www.bseindia.com) and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
Remote e-voting and e-voting during EGM
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of Companies (Management & Administration rules), 2014 as amended from time to time, the Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended and the MCA Circulars the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the EGM using electronic voting system ('Remote e-voting') provided by NSDL.
The remote e-voting period commences on Saturday, 15th February, 2025 at 9.00 A.M. (IST) and will end on Monday, 17th February, 2025 at 5.00 P.M. (IST). During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the **cut-off date i.e. Tuesday, 11th February, 2025,** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
Those Members who shall be present in the EGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the EGM.
The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the EGM may also attend/participate in the EGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.
Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member after the Notice has been sent electronically and holds shares as on the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.
In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to FAQs and the e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com , under help section or contact at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in.
Shareholders holding shares in physical mode and whose email IDs are not registered are requested to register their email IDs with MAS Services Limited, Registrar and Transfer Agent (RTA) at info@masserv.com or investor@masserv.com mentioning their Name as registered with the RTA, Address, email ID, Mobile Number, self-attested copy of PAN, DPID/Client ID or Folio Number and number of shares held. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email address with the relevant Depository Participants.
By Order of the Board
For Cosmic CRF Limited
Sd/-
Aditya Vikram Birla
Managing Director
DIN-06613927
Place: Kolkata
Date : 27.01.2025

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫
ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৪.০২.২০২৫ তারিখে, ৩০,০৩,৬৬৯ টাকা (তিরিশ লাখ তিন হাজার ছশো উনসত্তর টাকা) ০৫.০১.২০২৫ অনুযায়ী জামিনদত্ত ঋণ সুবিধার শর্তাদি সহ ২০,২০,৬২২ টাকা (কুড়ি লাখ কুড়ি হাজার ছশো বাইশ টাকা) ০৫.০১.২০২৫ অনুযায়ী অজামিনদত্ত ঋণ সুবিধাদির শর্তাদি সহ** [দাবি নোটিশ তারিখ ২৬.০২.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ৪৪,৩১,৩৮৭ টাকা **(চুয়াল্লিশ লাখ একত্রিশ হাজার তিনশ সাতাশি টাকা) উভয় ঋণ সুবিধাদি সহ]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ছবি ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ১) এবং (২) ঋশিতা নন্দী (সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ২)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :
তপশিল -১
ভবন/প্লটের চৌহদ্দি : বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে 'নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট', প্রেমিসেস নং ৬১২, সার্ভে পার্ক, থানা : পূর্ব যাদবপুর, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৭৫, ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা : সন্তোষপুর, জেএল নং ২২, তৌজি নং ১৫১, সিএস দাগ নং ৭০৬, সিএস খতিয়ান নং ১০, আরএস দাগ নং ৮০৪/২১০১, আরএস খতিয়ান নং ৯৯১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন। পূর্বে : প্রেমিসেস নং এ-৫৮ (৫মতল মালিকানাধীন ভবন), পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং এ-৫৬(একতলা ভবন), উত্তরে : ৩০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণে : দোতলা ভবন।
তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৪.০২.২০২৫ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা দুপুর, প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২১.০২.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে
সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৩৯,০০,০০০ (উনচল্লিশ লাখ টাকা) টাকা। *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।	
বায়না জমা : (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) **৩,৯০,০০০ (তিন লাখ নব্বই হাজার টাকা) টাকা।**	
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা	
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬ এবং শ্রী স্বপ্নিল তিওয়ারি : মো : ৯৮২০০৬৩২০৮	

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**।
সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ।
সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
স্বা/-
তারিখ : ২৩.০১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নিউ দিল্লি অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫
ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৪.০২.২০২৫ তারিখে, ৩০,৬৮,৮৮৬ টাকা (তিরিশ লাখ আটষট্টি হাজার আটশ ছিয়াশি টাকা)** ০৫.০১.২০২৫ অনুযায়ী **[দাবি নোটিশ তারিখ ২২.০৬.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ২৪, ০২,৫২৬ টাকা (চব্বিশ লাখ দুই হাজার পাঁচশ ছাব্বিশ টাকা) ২৩.০৫.২০২৩ অনুযায়ী মোট বকেয়া]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ক্রিয়েটিভ স্ক্রিন প্রিন্টিং (ঋণগ্রহীতা) (২) সমীর ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা) এবং (৩) মুনমুন ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা ২)** -এর কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :
তপশিল -১
জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিস্তারিত
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ই/ই-২ জ্যাঙ্গরা, কলিতকলা, রাজারহাট, পোগালপুর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫৯, এবং একটি কার পার্কিং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪৩ বর্গফুট, সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, চৌহদ্দি :
উত্তরে : আনুমানিক ৩০ ফুট চওড়া হাতিয়ারা রোড
দক্ষিণে : জমির মালিকের নিজস্ব জমি
পূর্বে : জমির মালিকের নিজস্ব জমি
পশ্চিমে : স্নেহলতা অ্যাপার্টমেন্ট
তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৪.০২.২০২৫ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা দুপুর, প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২১.০২.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে
সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৩৪,৮১,৬০০ (চৌত্রিশ লাখ একাশি হাজার ছয়শো টাকা) টাকা । *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।	
বায়না জমা (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) ৩,৪৮,১৬০ (তিন লাখ আটচল্লিশ হাজার একশো ষাট টাকা) টাকা।	
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা	
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬ এবং শ্রী স্বপ্নিল তিওয়ারি : মো : ৯৮২০০৬৩২০৮	

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auction-tiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**।
সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ।
সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
তারিখ : ২৩.০১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নিউ দিল্লি অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

NOTICE
To Date: 14/11/2024
Mallika Majumder
1/5/1A, Prem Chand Boral Street,
Kolkata – 700012.
Re: Notice of Eviction
My Client: **Salil Kumar Das** s/o Late T.C. Das residing at Premises No. 1/5/1A, Prem Chand Boral Street, P.O. Bowbazar, P.S. Muchipara, Kolkata - 700012.
Dear Sir,
Under instructions from and on behalf of my client abovenamed, I state as follows:
You are a monthly tenant under my abovenamed client in respect of one room in the ground floor at the premises namely 1/5/1A, Prem Chand Boral Street, Kolkata – 700012, at a monthly rate of rent of Rs. 90.00/- (Rupees Ninety) per month, payable according to the English Calendar Month excluding municipal taxes and levies.
I was informed by my client that you are a defaulter of payment of rent since the month of January' 2016, which is more than eight years and also failed and neglected to pay proportionate share of municipal taxes, commercial surcharge imposed over the property by the Kolkata Municipal Corporation which you are liable to pay as per provisions of Sub-section 8 of Section 5 of the West Bengal Premises Tenancy Act 1997.
I also understand from my said client that you have without prior permission obtained from my said client in writing, have sublet and/or parted with the possession of the said tenancy room.
I also understand from my said client that you are guilty of an act of waste, negligence and default resulting in material deterioration of the condition of the said tenancy room and have presently kept the said tenancy room under lock and key for a period of more than 10 (ten) months.
Furthermore, my client reasonably required the said premises for his own use and occupation and for the use and occupation of his family members.
On the above circumstances I on behalf of my said client, give you notice to quit, vacate and handed over vacant and peaceful possession of the said tenancy unto my aforesaid Client which you now hold as a monthly tenant under my client per se as aforesaid, on the expiry of the last day of December, 2024 or on the expiry of the next one month of your tenancy from the month of receipt of this notice, when your aforesaid tenancy shall stand determined.
In default of compliance herein my client have further instructed to institute a suit against you for recovery of possession of the aforesaid tenancy portion heretofore stated and shall further hold you liable for all costs, consequences and damages and mesne profits assessed at not less than Rs. 2500/- (Rupees Two Thousand Five Hundred) per diem and additional damages thereupon, without further reference to you, which you may please note.
Please treat this notice as a notice under Section 6(4) of the West Bengal Premises Tenancy Act 1997 and also under Section 106 of the Transfer of Property Act.
Yours faithfully,
Subhasis Pyne (Advocate)
High Court, Calcutta

রবিবার ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসে চাঁদমারি ময়দানে বীরভূমের জেলা সমাহর্তা বিধান রায় আর বীরভূম জেলা পুলিশের আরক্ষাধ্যক্ষ আমনদীপ মাঠ পরিদর্শন করলেন।

রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বীরভূম লাল মাটি দেশের আয়োজনে প্রশাসন ভবন চত্বরে ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে বই খাতা তুলে দিলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়।

৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বীরভূম জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক মঞ্চে বাংলা একাডেমী ও সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারপ্রাপক পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহকারী সভাধিপতি স্বর্ণলতা সরেন বীরভূম জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক কৌশিক সিনহা, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

কুলটিতে গোষ্ঠীকোন্দল!

ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টকে মারের অভিযোগে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: তৃণমূল কাউন্সিলরের অনুগামী বনাম প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর অনুগামীদের লড়াইয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার হতে হল প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরকে।

রবিবার আসানসোল পুরনিগমের ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডে দু'পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। এলাকা উত্তপ্ত থাকায় প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর আখতার হোসেনকে কুলটি থানার পুলিশ সেফ কাস্টডির নামে ডেকে পাঠায়। সোমবার সকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়। আদালত চত্বরে আখতার হোসেন অভিযোগ করেন, কুলটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের ষড়যন্ত্রে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রেসিডেন্ট জামির কুরেশি ও তৃণমূল কাউন্সিলর নাদিম আখতার উজ্জ্বল ঘনিষ্ঠ। উজ্জ্বলের দলবিরোধী কাজের তিনি সবসময় বিরোধিতা করেন তাই তাঁকে পুলিশ দিয়ে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। তবে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব এই ঘটনায় দায়ী করেছে প্রাক্তন কাউন্সিলরকেই। দল পাশে থেকেছে উজ্জ্বল ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলরদের। বিরোধীদের দাবি, দুই গোষ্ঠীর এলাকা ও জমি দখলের লড়াইয়ে এই ঘটনা।

রবিবার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। সামনে আসে সিসি ক্যামেরা ফুটেজও। দেখা যায় একদিকে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সেলিম আখতার ও তাঁর অনুগামী অন্যদিকে বর্তমান তৃণমূল কাউন্সিলর নাদিম আখতার, ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট জামির কুরেশি ও তাঁদের অনুগামী। প্রকাশ্যে হাতাহাতি, মারপিট। ভিডিও ভাইরাল কুলটিতে।

অভিযোগ, রবিবার আসানসোল পুরনিগমের ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট মহম্মদ জামির কুরেশির বাড়ির সামনে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানের অছিলায় রান্নার বাসন রেখে দেওয়া হয়। বাড়ির যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি হয়। ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট জানতে পারেন এই ঘটনাটির পেছনে রয়েছেন প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার আখতার হোসেন ও তাঁর অনুগামীরা। অথচ প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়ি অন্য এলাকায়। এই নিয়ে বড় অশান্তি হতে পারে আশঙ্কা করে ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট জামির ঘটনার কথা জানান বর্তমান তৃণমূল কাউন্সিলর নাদিম আনসারিকে। তিনি কুলটি পুলিশের সাহায্য নিয়ে রান্নার সরঞ্জাম সেখান থেকে সরিয়ে দেন।

অভিযোগ, এরপরেই প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর দলবল নিয়ে এসে হামলা চালায় ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট জামির কুরেশি, বর্তমান কাউন্সিলার নাদিম আখতার, তৃণমূল সহ সম্পাদক জামসেদ নাসরির ওপর। তাঁদের নিচু পাড়া এলাকায় বাড়িতেও ইট পাটকেল ছোড়া হয়। যে ঘটনা সিসি ক্যামেরাবন্দি হয়। অভিযোগ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর আখতার হোসেন ও তাঁর দলবল লাঠি পেট্রোল বোমা নিয়েও হামলা চালিয়েছে।

এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কুলটি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। যদিও আখতারের দাবি, অনুষ্ঠানের জন্য রান্নার ডেক প্রতি বছর ওখানেই চাপানো হয়। এবার কেন সেখানে ওই অনুষ্ঠান খাওয়া দাওয়া করতে দেওয়া হল না শুধু খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। তখন নাদিম, জামির ও তার অনুগামীরা তাঁকে মারধর করেছেন। উলটে তাঁর বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করেছে।

কুলটির বিজেপি নেতা কেশব পোদ্দার বলেন, রবিবার তৃণমূলের বর্তমান কাউন্সিলর বনাম প্রাক্তন কাউন্সিলরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব জনসমক্ষে চলে এসেছে। জনগণের জবাব ২০২৬ সালের নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে দেবে। তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে কুলটির কোনও উন্নয়নের কাজ হচ্ছে না। এমনকি নিজের দলের প্রাক্তন বিধায়কের দিকে আঙ্গুল তুলছে স্থানীয় নেতা। পরিস্থিতি এখন এমন পর্যায়ে পড়েছে যে পুলিশকেও কাজ করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। রাজ্য তৃণমূল নেতা শিবদাসন দাশু বলেন, দলের মধ্যে কোনও গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব নেই। গত লোকসভা নির্বাচনে তিনি দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন। সেই সময় সাংগঠনিক মিটিংয়ে বারবার ডাকা হলেও আত্মার হোসেন কোনও মিটিংয়েই হাজির হননি। তাই ধরে নেওয়া যেতেই পারে, যে আক্তার হোসেন এখন তৃণমূলের কোনও মুখ্য ভূমিকায় নেই।

নাতির শোকে ঠাকুমার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: প্রেমিকার সঙ্গে বচসার জেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে যুবকের মৃত্যুর পর শোকে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের ঠাকুমার। আত্মঘাতী যুবকের নাম শুভঙ্কর মাহাতো (২৫) ও ঠাকুমা কমলা মাহাতো (৬৫)। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম ব্লকের পারুলিয়া গ্রামে।

পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার রাতে বাড়ি ফিরে রুমের দরজা বন্ধ করে দেন ওই যুবক। পরিবারের লোকজন বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করার পরেও সাড়া না দেওয়ায় দরজা ভাঙা হয়। দেখতে পান শুভঙ্কর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। নাতির মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পারায় মৃত্যু হয় ঠাকুমা কমলা মাহাতোর। ঝাড়গ্রাম থানার মৃতদেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরিবারের অনুমান, প্রেমিকার সঙ্গে বচসার কারণেই শুভঙ্কর আত্মঘাতী হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া,
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল,পোস্ট ও জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০৩
ফোন-(০৩৩)২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-৪-এ" [অনুবিধি রুল ৮(৬) দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে, আগামী **০৭.০৩.২০২৫ তারিখে, সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য যা নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর প্রাপ্য।

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**মেসার্স শাওলিন কমমেটিক্স এন্টারপ্রাইজেস, স্বত্বাধিকারী শ্রী সৌরজাত ব্যানার্জি** পিতা শ্রী স্বপন কুমার ব্যানার্জি, ১৩৮৫, শুরপাড়া রোড, বারাসত, শম্ভুর মোড় -এর নিকট, পোঃঅঃ এবং থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী সৌরজাত ব্যানার্জি,** পিতা শ্রী স্বপন কুমার ব্যানার্জি, ১৩৮৫, শুরপাড়া রোড, বারাসত, শম্ভুর মোড় -এর নিকট, পোঃঅঃ এবং থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রীমতী পারমিতা ব্যানার্জি,** স্বামী শ্রী স্বপন কুমার ব্যানার্জি, ১৩৮৫, শুরপাড়া রোড, বারাসত, শম্ভুর মোড় -এর নিকট, পোঃঅঃ এবং থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা: চন্দননগর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমির পরিমাণ ০৩ কাঠা ০৪ ছটাক ৩৮ বর্গফুট কমবেশি ২য়তলে পরিমাণ ১৩১৪.২২ বর্গফুট কমবেশি এবং ৩য়তলে পরিমাণ ৭৮৩.৬৯ বর্গফুট কমবেশি ভবনে অবস্থিত মৌজা - চন্দননগর, জেএল নং ২৪, তৌজি নং ০১, আরএস দাগ নং ৫২, আরএস খতিয়ান নং ২৩, এলআর দাগ নং ৯২, এলআর খতিয়ান নং ৮৬৭, হোল্ডিং নং ১৩৮৫, শুরপাড়া রোড, বারাসত, শম্ভুর মোড় -এর নিকট, পোঃঅঃ এবং থানা : চন্দননগর, চন্দননগর পৌর সভার অধীন ওয়ার্ড নং ২১, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চন্দননগর, দলিল নং ২৩৩৫ -২০০৬ সালের, তারিখ ১৮.০৯.২০০৬, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৫, পৃষ্ঠা ৫৮৩৪ থেকে ৫৮৫০, শ্রী সৌরজিৎ ব্যানার্জির নামে।	**৪৪,২৯,৯৬৪.০০ টাকা** (চুয়াল্লিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত চৌষট্টি টাকা মাত্র) (উপরের অ্যাকাউন্টে বর্তমান সময় পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত) ১০.০১.২০২৫ অনুযায়ী, তদুপরি ১১.০১.২০২৫ থেকে অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ।	**ক) ৪৯,০৯,০০০/- টাকা** (উনপঞ্চাশ লক্ষ নয় হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৪,৯০,৯০০/- টাকা** (চার লক্ষ নব্বই হাজার নয়শত টাকা মাত্র) **গ) ২০,০০০/- টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB20665305984 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালা

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২ ২০২২০ নম্বরে ফোন করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে ebkray@psballiance.com -এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) - এরও প্রতি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাশ, অনুমোদিত অফিসার (মোঃ ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫) ২. প্রশান্ত কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (মোঃ ৯১২২৮০১০২৮)

তারিখ: ২৭.০১.২০২৫
স্থান: ব্যান্ডেল

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিঃ
রেজিঃ অফিস: ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪ জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট মুম্বাই-৪০০০২০, **শাখা অফিস (গড়িয়া শাখা):** ২১, গড়িয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসন, বারহানস, গড়িয়া, কলকাতা, পিন - ৭০০০৮৪

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
বিষয় - সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮ -এর সাব-রুল (১) অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **জিআইসিএইচএফএল**-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নে বর্ণিতমতো তাদের স্ব-স্ব তারিখে ইসু করা দাবি নোটিস অনুসারে নিম্নোক্ত নামীয় আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের স্ব-স্ব নোটিস পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানান। আপনারা /ঋণগ্রহীতারা সবাই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং **জিআইসিএইচএফএল** সারফেইসি আইন, ২০০২ -এর ও তদধীন রুলস-এর সঙ্গে পঠিত ১৩ ধারা এবং (৪) উপধারার বিধানাবলি অধীনে প্রদত্ত অধিকার ও তা প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিতমতো জামিনযুক্ত পরিসম্পদ-এর **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমান (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	শ্রী গৌর দাস শ্রীমতী দেবপ্রসাদ দাস, সোমা দাস এবং শুভেন্দু কুমার দাস WB0700610001755 (গড়িয়া শাখা অফিস)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ০১ বিঘা ০৬ কাঠা ০২ ছটাক অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩৬, শরৎ চন্দ্র রোড, মৌজা : পূর্ব বড়িশা, আরএস দাগ নং ২৮৬৭, আরএস খতিয়ান নং ১৮২৮, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, আরএস নং ৪৩, জেএল নং ২৩, ওয়ার্ড নং ১২৩, থানা: হরিদেবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০০৮। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী শুভেন্দু কুমার দাস এর সম্পত্তি; দক্ষিণে: ১২ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক ;পূর্বে : ১২ চওড়া সাধারণের চলার পথ; পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ২৮৬৫ জমি।	২৪,৮২,৬১২/-	৩১.০৮.২০২৪	২৭.০১.২০২৫
২.	শ্রী জগন্নাথ চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী WB0700610001874 (গড়িয়া শাখা অফিস)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা অবস্থিত হোল্ডিং নং ১০৩, মৌজা : গঙ্গানগর, জেএল নং ৪৯, এলওপি নং ৪৭এ, খতিয়ান নং ৭৫৯,প্লট নং ৩৬০(অংশ), ওয়ার্ড নং ২৬, থানা: এয়ারপোর্ট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩২, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে এলওপি নং ৪৬, দক্ষিণে : এলওপি নং ৪৭বি; পূর্বে : এলওপি নং ৪৮; পশ্চিমে : সড়ক।	৭,৫৬,৩১৬/-	৩১.০৮.২০২৪	২১.০১.২০২৫
৩.	শ্রীমতী মুনমুন দাস WB0700610003432 (গড়িয়া শাখা অফিস)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য়তলে, পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৪৯, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, মৌজা : বেহালা, সিএস দাগ নং ৭৫৬, আরএস দাগ নং ৭৪৮, সিএস খতিয়ান নং ১৩৩১ এবং ১৩৭২, আরএস খতিয়ান নং ৬৪৩৯, তৌজি নং ৩৪৬, আরএস নং ৮৩, জেএল নং ২, থানা : পর্ণশ্রী, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬০। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১১-৬ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক; দক্ষিণে : শ্রী এস দত্ত এবং শ্রীমতি এন রায় এর ভবন;পূর্বে : শ্রী নিমাই রায়ের জমি এবং ভবন; পশ্চিমে : শ্রী পরিমল গুহ এর জমি এবং ভবন।	১৭,৪৬,৭৬৮/-	৩১.০৮.২০২৪	২৭.০১.২০২৫
৪.	শ্রী রামপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস WB0700110002057 এবং WB0700110001518 (গড়িয়া শাখা অফিস)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ০১ কাঠা -০৯ শতক থেকে অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৮৮, ছোটা ফিঙ্গা, মৌজা : ফিঙ্গা, প্লট নং ১-এ, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৫৫, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৮০, নতুন এলআর খতিয়ান নং ২৭৪৫, তৌজি নং ১৭২, আরএস নং ১০৭, জেএল নং ৪, ওয়ার্ড নং ৩, থানা : নিমতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৪৯। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি প্লট নং ১; দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ ; পূর্বে : জমি প্লট নং ২, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	১৪,০৩,৪৩৬/-	১০.০৭.২০২৪	২২.০১.২০২৫

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের **৭ দিনের** মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল**-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির **বাস্তবিক দখল** নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে **৩০ দিন** সময়কালের পরে **সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২** এবং তথাকার রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং **সাধারণভাবে জনসাধারণকে** এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লেখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যে-কোনও অংশ নিয়ে কাজকারবার না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পত নিয়ে যে-কোনও কাজকারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থ **জিআইসিএইচএফএল** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে **সম্পূর্ণ পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।**
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২৮.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস: চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২১০৩,
ফোন নং: (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল-: zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮-এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণএবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক(পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি এবং দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিবরণ
মেসার্স গোপাল রিপেয়ারিং শপ, স্বত্বাধিকারী: শ্রী দিলীপ চন্দ্র মল্লিক (ঋণগ্রহীতা), পিতা- গিরিন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, গ্রাম-আলিখোজা, পোস্ট অফিস এবং থানা- মগরা, জেলা-হুগলী, ৭১২১৪৮, পঃবঃ **শ্রী দিলীপ চন্দ্র মল্লিক (বন্ধকদাতা), মেসার্স গোপাল রিপেয়ারিং শপ** এর **স্বত্বাধিকারী: পিতা- গিরিন্দ্র চন্দ্র মল্লিক,** গ্রাম-আলিখোজা, পোস্ট অফিস এবং থানা- মগরা, জেলা-হুগলী, ৭১২১৪৮, পঃবঃ **শ্রী গোপাল মল্লিক (জামিনদার এবং আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা- শ্রী দিলীপ চন্দ্র মল্লিক, খগেন্দ্র পল্লী, কৃষ্ণা ব্রিক ফিল্ড বাজার তালিখোলা, মগরা- ২, পোস্ট অফিস এবং থানা মগরা, জেলা-হুগলী, ৭১২১৪৮, পঃবঃ এবং **শ্রী রাজীব মল্লিক (জামিনদার ও আইনি উত্তরাধিকারী),** শ্রী দিলীপ চন্দ্র মল্লিক, গ্রাম-আলিখোজা, পোস্ট অফিস এবং থানা- মগরা, জেলা-হুগলী, ৭১২১৪৮, পঃবঃ **চুঁচুড়া পিপুলপতি শাখা**	২৯.১০.২০২৪ এবং ২৭.০১.২০২৫	৯,৪৭,৯৭৩.০০ টাকা/ (নয় লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার নয়শো তিয়াত্তর টাকা মাত্র) ২৯.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ৩০.১০.২০২৪ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ বহন করে, তার উপর চার্জ এবং খরচ সহ।	মগরা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট- অ্যাডকোনগর, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পঃবঃ অধীনে মৌজা-আলিখোজা, জেএল নং ৪৩, আরএস ও এলআর দাগ নং ৭১৯, আরএস নং ৬০০, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৩-এ অবস্থিত ১২ ডেসিমেল পরিমাণ জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং ১৯৮১ সালের ০৬.১১.১৯৮১ তারিখের দলিল নং ৮০৬৯, যার বই নং ১, খণ্ড নং ০৬০১-২০১৬ পৃষ্ঠা ৪০১৪২ থেকে ৪০১৫৮ পর্যন্ত ডিএসআর-১ হুগলী, পঃবঃ তে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর: খামজি প্যাটেলের সম্পত্তি, দক্ষিণ: সন্ধ্যা মল্লিকের সম্পত্তি, পূর্ব: নীলকান্ত গায়েনের খালি জমি দ্বারা পশ্চিম: জি.টি. রোড দ্বারা

তারিখ: ২৭.০১.২০২৫, স্থান: আলিখোজা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI *Relationship beyond Banking*

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

বিক্রয় নোটিশ (দায়বদ্ধ স্বর্ণ অলংকারের নিলাম)

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনগত উত্তরাধিকারীগণ, স্বর্ণের গহনা/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ করেননি। **এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল যে যদি তারা ১৭.০২.২০২৫-এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণের ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ব্যয় সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলি ই-নিলামের জন্য জমা দেওয়া হবে ব্যাংক কর্তৃক ১৮.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ৩:০০টে পর্যন্ত** ই-নিলাম ওয়েবসাইটের http://egold.auctiontiger.net মাধ্যমে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ঋণগ্রহীতার খরচে। এর জন্য ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাদের মাধ্যমে দাবি করা ব্যক্তিদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। অধিকন্তু, প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ এবং সময় পরিবর্তন করার বা কোন কারণ ব্যতিরেকে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্রম নং	শাখার ঠিকানা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট	মোট নেট ওজন	মোট গ্রস ওজন	বকেয়া পরিমাণ	ইএমডি পরিমাণ এবং অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত / পূর্ব পরিদর্শনের তারিখ
১	বগুলা	প্রলয় কুমার সরকার	৪২৯৪৭৭৬১০০০২০৮১	২৮.১৭	৩১.৩০	১,২৯,৫২৭	ইএমডি পরিমাণ - ২৫,০০০ টাকা; ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত; অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড; ব্যাঙ্কের নাম: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক; বর্তমান অ্যাকাউন্ট নম্বর: ০০২৪০৫০১৯৪০৮; শাখা: জেএমসি হাউস শাখা, আহমেদাবাদ; আইএফএসসি কোড: ICIC0000024; পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ১৪.০২.২০২৫ এবং ১৫.০২.২০২৫; সময়: বিকাল ৩:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টে
২	বগুলা	প্রলয় কুমার সরকার	৪২৯৪৭৭৬১০০০২০৬১	৪৪.৮১	৫৩.৩০	১,৭০,১০১	
৩	ভেবিয়া	ওমর সিদ্দিকী গাজী	৪২৫০৭৭৬১০০০১০০৯	৭.২২	৭.৩৮	২৮,৩১৫	
৪	গন্ধর্বপুর	শুভজিত সরদার	৪৩২৮৭৭৬১০০০১৩০৪	১.৪৬	১.৮০	৫,২২০	
৫	গন্ধর্বপুর	দিপালী সরকার	৪৩২৮৭৭৬১০০০১২২৮	৪.৯৮	৭.৮০	১৫,৫৫৮	
৬	গন্ধর্বপুর	সোমা কর্মকার	৪৩২৮৭৭৬১০০০১৩৩১	৩.৩৬	৪.২২	১৭,১৬৪	
৭	গন্ধর্বপুর	সোমা কর্মকার	৪৩২৮৭৭৬১০০০১৩০০	৪.৬৯	৭.৩১	২৪,১৭৭	
৮	গন্ধর্বপুর	সোমা কর্মকার	৪৩২৮৭৭৬১০০০১৫৩৯	৬.১৭	৪৬.৬২	৩০,৭৪১	
৯	গন্ধর্বপুর	দিপালী সরকার	৪৩২৮৭৭৬১০০০১২৪৬	৫.৯৫	৭.০০	৩২,৪৯৩	
১০	গন্ধর্বপুর	নয়ন গোলদার	৪৩২৮৭৭৬১০০০১২৪৩	১৪.০২	১৬.৬৩	৭৫,৭০১	
১১	গন্ধর্বপুর	সোমা কর্মকার	৪৩২৮৭৭৬১০০০১৩৩২	১৭.১১	২০.৪৪	৮৮,১১৪	
১২	গন্ধর্বপুর	সোমা কর্মকার	৪৩২৮৭৭৬১০০০১৩০১	১৭.২৪	২১.০০	৯০,৯৭০	
১৩	হাতিশালা	দেবু দাস	৪২৯৫৭৭৬১০০০১১২৪	১৮.৯০	২২.৬০	৬৭,৭১৭	
১৪	হাতিশালা	সুপর্ণা ঘোষ	৪২৯৫৭৭৬১০০০১৫৬১	২৮.৬০	৩২.৭০	১,৩৫,৪৮৭	
১৫	নোকারি	অরুণ বিশ্বাস	৪২২৫৭৭৬১০০০৬১৬	৪.০৫	৪.৬৫	২০,৯৬৪	
১৬	সায়েস্তা নগর	আলমগীর সরদার	৪৩২৭৭৭৬১০০০৩৭২	১২.২৯	১৪.৩০	৫০,২০১	
১৭	কাটিয়াহাট	ওহাব গাজী	৪২৭৫৭৭৬১০০০২৩৯২	৩.৬৫	২৮.৬২	১৫,৮৬৯	
১৮	কাটিয়াহাট	মহাদেব মন্ডল	৪২৭৫৭৭৬১০০০২২৫৭	৬.৩৭	৮১.৩৬	৩১,৯২৩	
১৯	কাটিয়াহাট	সেখ আসমত আলী	৪২৭৫৭৭৬১০০০২৫৯৮	১৮.১৮	২৮.৪১	৮২,১৪১	
২০	কাটিয়াহাট	আলমগীর সরদার	৪২৭৫৭৭৬১০০০২৩৪৭	২২.৫২	২৪.৭৫	১,১১,২২৩	

নিলামের শর্তাদি :
ব্যাঙ্ক রত্ন/অলংকারের মান বিষয়ে দায়বদ্ধ নয়। অলংকার " যেমন অছে" ভিত্তিতে নিলাম করা হবেন। স্বর্ণের বিষয়ে যিনি বন্ধক রেখেছেন এবং যিনি সফল ডাকদাতাই দায়বদ্ধ হবেন। সফল ডাকদাতাকে স্বর্ণ বিক্রির ৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিমাণ দাখিল করতে হবে অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক নিলাম বিক্রি বাতিল করতে পারে। আগ্রহী ডাকদাতারা বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে নিলাম পোর্টাল দেখতে পারেন। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই নিলামের সূচি পরিবর্তন/সংশোধন/বাতিল করার অধিকার রাখে। স্বর্ণ অলংকার নিলামের পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না। ব্যাঙ্ক যে কোনও ডাক নিলামের যেকোনও পর্যায়ে গ্রহণ/বাতিল করতে পারে এবং পরিবর্তন,সংশোধন এবং ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে অধিকার রাখে। নিলামের ডাকে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ডাকদাতা সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ম এবং শর্তাদি পালনে এবং সমুদয় কর এবং শুল্ক, এবং অন্যান্য যাবতীয় মূল বা প্রচ্ছন্ন দাবিদারের দাবি মেটানোর ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ হিসেবে গণ্য হবেন। নিলামের সময়ে নিলামে অংশগ্রহণকারী ডাকদাতা সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে অবগত এবং সংশোধনী, যদি কিছু থাকে, বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন বলে গণ্য করা হবে। ডাক দেওয়ার পর কোনও আপত্তি বা অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না। কোনও সম্যক অবধানের ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণে নোটিশের ইংরেজি মাধ্যমকেই সঠিক বলে গণ্য করতে হবে।
অনলাইন নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ১৮.০২.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত আইএসটি অনুযায়ী। আগ্রহী ডাকদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন ই-প্রোকিওরমেন্ট টেসনোলজিস লি. (অকশন টাইগার), যোগাযোগ ৯০২৩৭২৪৭৮০/৬৩৫১৮৯৬৬৪০ বা ইমেল আইডি : egold@auctiontiger.net নিলাম প্রক্রিয়ায় অনলাইনে অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য।

তারিখ : ২৮.০১.২০২৫
স্থান : বারাসত

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা , নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে "**যেখানে যেমন অছে**", "**যেখানে যা আছে**", **এবং** "**যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**" **১৪.০২.২০২৫** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিশ্চিন্তপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১২,৯৬,৫৬৪.০০ টাকা** (বারো লাখ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশত চৌষট্টি টাকা মাত্র) **১৮.০৯.২০২৩** অনুযায়ী সহ তদুপরি পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ আদায়ের জন্য **শেখ রফিকুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা শেখ ফিরোজ আলি **এবং ফারহা খাতুন (জামিনদার/বন্ধকদাতা) উভয়ের ঠিকানা:** ৯, ডঃ এম. এন. সরকার রোড, পোঃঅঃ এবং থানা- বজবজ, কলকাতা-৭০০ ১৩৭। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ, ৩য় তল, ৫২৪, এম. জি. রোড, বজ বজ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩৬ **-এর** কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. শেখ রফিকুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শেখ ফিরোজ আলি **২. ফারহা খাতুন (জামিনদার/বন্ধকদাতা)** স্বামী শেখ রফিকুল ইসলাম **উভয়ের ঠিকানা :** ৯, ডঃ এম. এন. সরকার রোড, পোঃঅঃ এবং থানা- বজবজ, কলকাতা-৭০০ ১৩৭। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ, ৩য় তল, ৫২৪, এম. জি. রোড, বজ বজ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩৬। **খ) নিশ্চিন্তপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট (টাইল মেঝে) বর্তমানে সংখ্যায়িত ২এ, পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট কমবেশি বিল্ট আপ এরিয়া, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এবং এক বারান্দা, দক্ষিণ -পূর্ব দেকে তিনতলায় উক্ত পাঁচতলা বসবাসের ভবনে নির্মিত জমির পরিমাণ ৬ কাঠা ২৭ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : গুড়ভুক্তা নন্দনপুর, জেএল নং ৮, পরগনা- বালিয়া, আরএস নং ৩৩, তৌজি নং ৩৫৩, আরএস দাগ নং ৮৮০, আরএস খতিয়ান নং ৮২৭ এবং এলআর দাগ নং ১১৩৩, এলআর খতিয়ান নং১৯৭৪, বজ বজ পুরসভা ওয়ার্ড নং ২ অধীন, হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং ৫২৪, এম জি রোড, থানা : বজ বজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল তারিখ ১২.০৩.২০১৯ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআরভি আলিপুর, এবং নথিভুক্ত বুক নং ১,ভল্যুম নং১৬৩০-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৪৪৮৭ থেকে ২৪৫২৩,দলিল নং ১৬৩০০০৬৩১ -২০১৯ সালের। চৌহদ্দি : উত্তরে: লাই বিহারী শাউ এর জমি; দক্ষিণে :এম জি রোড, ; পূর্বে : দেনা ব্যাঙ্ক ; পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ।	**১২,৯৬,৫৬৪.০০ টাকা** (বারো লাখ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশত চৌষট্টি টাকা মাত্র) **১৮.০৯.২০২৩** অনুযায়ী সহ তদুপরি পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ	**ক) ১৮,৫০,০০০.০০ টাকা (*)** (আঠারো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৮৫,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা দিতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50475402254A** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারে জ্ঞান এবং তথ্যমতে, সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৪.০২.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **(https://baanknet.com)** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ২৭.০১.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

লিস্টনের গোলার মতো শটেই জয় মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিস্টন কোলাসোর গোলার মতো শট। তাতেই গোল ও তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে ফেলল মোহনবাগান। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে মধুর বদলা নিয়ে ২ ম্যাচ পর যুবভারতীতে জয়ে ফিরল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। বেঙ্গালুরুর মাঠে প্রথম পর্বের ম্যাচে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল মোহনবাগান। যুবভারতীতে বদলার ম্যাচে মোহনবাগান জিতল ১-০ গোলে। এই জয়ে ১৮ ম্যাচে মোহনবাগানের পয়েন্ট ৪০। ২ নম্বরে থাকা এফসি গোয়া ১ ম্যাচ কম খেলে ৩৩ পয়েন্টে রয়েছে। আর এই ম্যাচ হারায় সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরুর পয়েন্ট ১৮ ম্যাচে ২৮। ফলে গোয়ার থেকে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে মেরিনার্সরা। বিরতির আগে দু'দলের মাঝমাঠে দখলের চেষ্টায় সেভাবে ভালো ফুটবল দেখা যায়নি। ম্যাচের ১৮ মিনিটে সুনীল ছেত্রীর একটি শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৩৬ মিনিটে সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগানও। কিন্তু স্টুয়ার্টের শট বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত। তবে প্রথমার্ধের সব থেকে সহজ সুযোগ মিস করেন সুনীল। হাফটাইমের ঠিক আগে নোগুয়েরার বল ধরে বক্সের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি। বাগানের দুজন প্লেয়ারকে কাটানোর পর তাঁর সামনে ছিল শুধু গোলকিপার বিশাল কাইথ। কিন্তু বাইরে শট মারেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের রঙ বদলে দেন লিস্টন কোলাসো। ম্যাচের ৭৪ মিনিটে আসে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সেই কাঙ্খিত গোল। স্টুয়ার্টের ক্রস থেকে বক্সের মধ্যে বলটা গিয়েছিল। সেখান থেকে হেড দিয়ে বলটা বের করার চেষ্টা করা হয়। প্রতিহত হয়ে আসা বলটাই লিস্টনের পায়ে চলে আসে। আর রানিং বলেই গোলার মতো শট করেন লিস্টন। যা ঝাঁপিয়েও নাগাল পাননি গুরপ্রীত। আইএসএলে এই নিয়ে লিস্টন মোট ২০ গোল করলেন। সেই গোলেই ম্যাচের যাবতীয় পার্থক্য গড়া হয়ে যায়। চওড়া হাসি নিয়ে মাঠ ছাড়েন মোলিনা। অন্যদিকে মাথা নীচু করেই ফিরতে হয় সুনীল ছেত্রীদের।

নেতাজিকে নিয়ে সিনেমার নামের অনুকরণে টুটু বোসকে নিয়ে টিফো বাগান সমর্থকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুই বোসের জন্মদিনটা একই দিনে। ২৩ জানুয়ারি। একজন দেশনায়ক সুভাষ চন্দ্র বোস। অন্যজন মোহনবাগানের অভিভাবক ও সভাপতি স্বপন সাধন বোস (টুটু বোস)। গোটা দেশ যেমন ১২৮ তম নেতাজীর জন্মজয়ন্তী পালন করেছে, তেমনই সবুজ মেরুন সমর্থকরা পালন করেছে সভাপতির ৭৮ বছরে পা দেওয়া টুটু বসুর জন্মদিন। সোমবার মোহনবাগান-বেঙ্গালুরু ম্যাচে টুটু বসুকে সম্মান জানাতে অভিনব উদ্যোগ নিল মোহনবাগানের ফ্যান ক্লাব 'মেরিনার্স এরিনা'। টুটু বসুকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাতে যুবভারতী সেজে উঠল তাঁর নামের টিফোতে। তাতেও অবশ্য অভিনবত্বের ছোঁয়া। 'বোস, দ্য ফরগটন হিরো'-র আদলে বানানো হয়েছিল এই বিশাল টিফো। সুভাষ বসুর জায়গায় সেখানে আনা হয়েছে মোহনবাগানের সভাপতি টুটু বসুকে। যা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় শুরু হয়ে যায় চর্চা। নেতাজীর জীবন নিয়ে প্রয়াত পরিচালক শ্যাম বেনেগালের বিখ্যাত সিনেমা 'নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস, দ্য ফরগটেন হিরো!' আর যুবভারতীর টিফোতে লেখা হল 'টুটু বসু, দ্য আনফরগটেন হিরো!' তার পাশে চিমা ওকোরি, কৃশানু-বিকাশদের ছবি রয়েছে। আসলে মোহনবাগান কর্তা হিসেবে টুটু বসু যে সব চমক দিয়েছিলেন, সেই সব ঘটনার ছবি তুলে ধরা হয়েছে এই টিফোতে। মোহনবাগানে টুটু বসুর অবদানের জন্যই এভাবে শ্রদ্ধা জানায় মেরিনার্সরা।

মোহনবাগান-বেঙ্গালুরু ম্যাচে টুটু বসুকে সম্মান জানাতে অভিনব টিফো মোহনবাগানের ফ্যান ক্লাব 'মেরিনার্স এরিনার' । লেখা হল 'টুটু বসু, দ্য আনফরগটেন হিরো!'

নিত্যানন্দ দত্তের প্রচেষ্টায় হয়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: জুডোই ধ্যান-জ্ঞান নিত্যানন্দ দত্তের। বহু বছর ধরে দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জুডো আঙ্গিনায় একের পর এক প্রতিভা তুলে ধরছেন নিত্যানন্দ দত্ত। তিনিই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের সচিব পদেও রয়েছেন। জুডোর উন্নতির জন্যই লড়ে যাচ্ছেন তিনি। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত হয়েছিল দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলা জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ ও যাদবপুর স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল। আয়োজনে জাগৃতি সংঘ ও দক্ষিণ ২৪পরগনা জুডো অ্যাসোসিয়েশন। এবছর এই চ্যাম্পিয়নশিপের পঞ্চম বর্ষ। ১০০ জনের বেশি প্রতিযোগী এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেয়। জুডোর প্রতিযোগিতায় ছিল একেবারে চাঁদের হাট। নিত্যানন্দ দত্তের আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন এসপি, সি আই ডি বিশ্বনাথ সমাদ্দার, ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা মৌসুমী দাস, প্রাক্তন ডিএসপি তারক ভট্টাচার্য, প্রাক্তন এসপি সীতারাম ভট্টাচার্য, প্রাক্তন এসপি সুজিত ভট্টাচার্য সহ অন্যরা। ছিলেন রাজ্য জুডো অ্যাসোসিয়েশনের সচিব তপন বক্সী।এদিন জাগৃতি সংঘের তরফে ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়া হল নিত্যানন্দ দত্ত কে। এই জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় ৩৫ কেজি বিভাগে অশ্রুতীম রায়, ৪০ কেজি বিভাগে রেহান্ত সরকার, ৫০ কেজি বিভাগে শুভাংশু ঘোষ, ৫৬ কেজি বিভাগে শুভম চক্রবর্তী। সাব জুনিয়র মেয়েদের ৪৪ কেজি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় সুকন্যা রায়, ৪৮ কেজি বিভাগে কুমকুম সরোজ। জুনিয়র গার্লসে ৫২ কেজি বিভাগে স্মরনীয়া সাহা, ৫৭ কেজি বিভাগে দ্বিতীয় রিমা বিসওয়াল, ৬৩ কেজি বিভাগে অনন্যা দাস প্রথম হন। সিনিয়র গার্লসে ৪৮ কেজি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় অস্মিতা বিশ্বাস। ক্যাডেট বয়েজে ৫০ কেজি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় দীপ সাহা, ৫৫ কেজি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় সিদ্ধার্থ সরকার, ক্যাডেট গ্রুপে প্রথম হয় ৬০ কেজি বিভাগে শিবাশিস কর। জুনিয়র গ্রুপে ৬০ কেজি বিভাগে রূপল সিং, ৬৬ কেজি বিভাগে শৌর্য দে, সিনিয়র বয়েজে ৬০ কেজি বিভাগে জ্যোতিস্মান সাহা, ৬৬ কেজি প্রথম হন মনীশ, ৭৩ কেজি বিভাগে তৃষাঞ্জিত দাস, ৮১ কেজি বিভাগে অভিষেক মল্লিক, ৯০ কেজি বিভাগে গৌরব কুমার তিওয়ারি, ১০০ কেজি বিভাগে মহম্মদ ওয়াসিম প্রথম হন।

নিত্যানন্দ দত্তের উদ্যোগে আয়োজিত দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলা জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে ক্ষুদে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে হাজির ওয়েস্টবেঙ্গল জুডো অ্যাসোসিয়েশনের সচিব তপন বক্সী।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ত্রিবেণী সঙ্গমে ডুব দিলেন শাহ, সঙ্গে রামদেব ও যোগী

প্রয়াগরাজ, ২৭ জানুয়ারি: সঙ্গমে সোমবার ডুব দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরিবারকে নিয়ে এসেছিলেন প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে। পুণ্যস্নানের সময় শাহের সঙ্গে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যোগগুরু রামদেবকেও শাহের সঙ্গে ডুব দিতে দেখা যায় সোমবার।

১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ। সোমবার সস্ত্রীক সেই মেলায় আসেন শাহ। ছিলেন পুত্র জয় শাহ এবং নাতিও। পুণ্যস্নান সেরে ত্রিবেণী সঙ্গমের আরতি অনুষ্ঠানেও যোগ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর স্নানের একাধিক ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েছে। সেই সব ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে শাহ, আদিত্যনাথ, রামদেব এবং অন্যান্য সাধুসন্তদের ত্রিবেণী সঙ্গমে ডুব দিতে দেখা যায়। স্নানের মাঝে একে অপরের দিকে জলও ছিটিয়ে দেন।

ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান সেরে পুজো দেন শাহ। পরে নিজের অভিজ্ঞতার কথা সমাজমাধ্যমে তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'সনাতন ধর্ম দর্শনে কথা বলে কুম্ভ। সম্প্রীতির শিকড় লুকিয়ে এখানে।' ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান সেরে শাহ যান হনুমান মন্দিরে। সেখানে পুত্রকে নিয়ে ছিলেন জয়ও।

পুজো সেরে পরিবার নিয়ে শাহ জুনা আখড়াতে। সেখানেই সাধুদের সঙ্গে বসে মধ্যাহ্নভোজন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সোমবার সকালেই প্রয়াগরাজ পৌঁছন শাহ। তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন যোগী।

E-TENDER

Sealed Tenders Invited By The Prodhan, **Karimpur- I Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia, **MEMO No. 984/PAN/ KGP-I/24-25, Dated-15.01.2025.** For various schemes. Last date of application **30.01.2025 up to 12.30p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

PUJALI MUNICIPALITY
Purba Nischintapur, Pujali, South 24 Parganas, Kolkata 700138

INVITES E-TENDER

Nit no. 063 / PM / PWD / 2024-25, Dated: 27/01/2025. for 1 no Civil work Tender submission closing date 13/02/2025 at 10:00 hrs. For details visit : **www.wbtenders.gov.in** website: **www.pujalimunicipality.in**, office Notice Board.

sd/- (Tapas Biswas)
Chairperson
Pujali Municipality

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e tender Vide **Nit No WBMAD/ CM/ WS/NIT NO. 3(3rd Call)/ 2024-25; Dt: -27.01.2025; Tender ID2025_MAD_ 802198_1** for Sinking of Tube-well 250 mm. x150 mm. dia. Tubewell 200.00 mtr deep work under Chakdaha Municipal Area. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE

Tender is invited through offline Bid System with The vide **NIeT No: -18/ HPGP/ 2024-25 With Vide Memo No 32/1(16)/ 15TH CFC (Tied)/ HPGP/ 2024-25 Dated: - 24/01/2025.**

*The Last date for submission of Bids **04/02/2025 upto 02.00 P.M.** For details please visit The website: **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
Vill-Monigram, P.O.-Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs

NOTICE INVITING TENDER

The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development. Block Inviting Online Tender (E/Tender) **DPUK/015/2025 and DPUK/016/2025**. Dated **27.01.2025 under 15th FC fund** (for efficient bidders for details visit Website- **www.wbtenders.gov.in.**

1. 2025_ZPHD_806876_1 to 4
2. 2025_ZPHD_806932_1 to 2

Sd/- Prodhan
Dharmapukuria Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 02 of 2024-25 of the Assistant Engineer (A-I), Suri (A-I) Sub-Division (2nd Call)

On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 01 (One) no. group for- (A) Supply and fitting-fixing of different materials for maintainance work of inspection Bungalow "BATAYAN" at Barobagan, Suri, Birbhum are invited by the Assistant Engineer (A-I), Suri (A-I) Sub. Division, Suri, Birbhum. Details may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. Last date of application and availability tender paper are **05.02.2025** & **07.02.2025** upto 2.00 P.M. respectively.

Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Suri (A-I) Sub Division
Suri, Birbhum

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e tender Vide Nit No WBMAD/ **CM/BT/NIT-2(1st)/2024-25, WBMAD/CM/BT/NIT-3(1st)/ 2024-25, WBMAD/ CM/BT/ NIT-4 (1st)/2024-25 & WBMAD/ CM/BT/NIT-1(1st)/ 2024-25;** Dt:-27.01.2025 Tender ID 2025_MAD_ 806971_1, 2025_MAD_ 806915_1, 2025_MAD_ 806873_1& 2025_MAD_ 806951_1 for various renovation work under Chakdaha Municipal Area. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

Tender Notice

On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
1	Construction of Pacca Drain	NIT -26/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2025 1) from Nityananda Jana house to Culvert ,Scheme Cost- 214354.00, 2) for BrajaballavpurUttarpara FPS, Scheme Cost- 207358.00, 3) from Dipankar Patra house to Bhisma Das house, Scheme Cost- 209830.00, 4) from Saral Gayen house to Nandalal Jana house, Scheme Cost- 218655.00, 5) from Subhas Jana house to Kamal Kamila house,Scheme Cost- 212886.00
2	Construction of Culvert	NIT -27/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2025 1) Near Tapan Das house,Scheme Cost- 140376.00

proLast Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1-2 is : 06/02/20252-00 p.m.

For details Pradhan **Mob-9593018053** Up Pradhan **Mob-7407741092/ brajaballavpurgrampanchayaet@gmail.com**

Sd/- Pradhan
Brajaballavpur Gram Panchayat

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোস্ট- হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১।
ই-মেইল: **sbi.16822@sbi.co.in**

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ২৮.১০.২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী স্বরভানু চন্দ পিতা-অতনু চন্দ ঠিকানা-ফ্ল্যাট ৩০১, ব্লক ই, ৩য় ফ্লোর, ম্যাগনোলিয়া নক্ষত্র ফেজ -১, ইছাপুর নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট-নবপল্লী, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১২৬ এবং ৩৩৭/৩, অশোকনগর, থানা- অশোকনগর, পিন-৭৪৩২২২-**কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **২৫,৭১,৩০৪.০২ টাকা (পঁচিশ লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশো চার টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র) ২৮.১০.২০২৪** অনুযায়ী এবং তৎসহ হালনাগাদ ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির **প্রতিকী দখল** নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৭ শে জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে।**

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **২৫,৭১,৩০৪.০২ টাকা (পঁচিশ লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশো চার টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র) ২৮.১০.২০২৪** অনুযায়ী এবং হালনাগাদ পর্যন্ত চার্জ না করা সুদ এবং মূল্য এবং আনুষঙ্গিক খরচ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্বত্ব দলিল বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বয়ংসম্পূর্ণ টাইলস মেঝে (লিফট সুবিধাসহ) আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ফ্ল্যাট নং **৩০১,** সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ প্রায় ৯১৬ বর্গফুট কমবেশি এবং ১৩৫ বর্গফুট এলাকা জুড়ে একটি সিমেন্টযুক্ত মেঝে আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্থান যা উক্ত **ম্যাগনোলিয়া নক্ষত্র (ফেজ-১)** নামে পরিচিত আবাসন কমপ্লেক্সের অংশ, সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক শেয়ার এবং অন্যান্য সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলির পাশাপাশি উক্ত প্রেমিসেসের আনুপাতিকভাবে সুবিধার সাধারণ অধিকার সহ। উক্ত ফ্ল্যাটটি মোট এলআর দাগ নং ৬১৯, ৬০৫, ৬০৪, ৬০৩, ৬০১, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৮ এল.আর. খতিয়ান নং ৬৪৯, ৭৫৭, ৯৭৪ এর অধীনে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ইছাপুর নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার অধীনে, এডিএসআর কদম্বগাছির এখতিয়ারের মধ্যে, থানা- বারাসাতের অধীনে।

স্বত্ব দলিলটি বই-১, খণ্ড নং-১৫২৫-২০২২, পৃষ্ঠা ১১৪৬৮ থেকে ১১৫১৬ পর্যন্ত তে ২০২২ সালে বিয়িং নং ১৫২৫০০৩৫৬ তে নিবন্ধিত।

সম্পত্তিটি শ্রী স্বরভানু চন্দ পিতা- অতনু চন্দের নামে রয়েছে।

সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে: আর.এস/এল.আর. দাগ নং ৬১৩, ৬১৬ (অংশ), **দক্ষিণে:** আর.এস/এল.আর. দাগ নং ৬০৯, ৬০১, **পূর্বে:** ম্যাগনোলিয়া সিটি, **পশ্চিমে :** শাস্ত্রীজি রোড দ্বারা।

তারিখ: ২৭.০১.২০২৫
স্থান: রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

E-TENDER

Sealed Tenders Invited By The Prodhan, **Karimpur- I Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia, **MEMO No. 983/ PAN/ KGP-I/24-25, Dated-15.01.2025.** For various schemes. Last date of application **29.01.2025 up to 12.30p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tenders invited by the Prodhan, **Natna Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat Samity), Natna, Nadia. **NIET No-6e/2024-2025, 7e/ 2024-2025),** Last date of submission **01.02.2025 up to 2p.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Natna Gram Panchayat.

TENDER NOTICE

MOHANPUR GRAM PANCHAYAT
Barrackpore-II Block,
North 24 Parganas
NIT NOS-
2025_ZPHD_806468_1
Date-24/01/2025
https://wbtenders.gov.in/
Sd/- **Prodhan**
Mohanpur GP

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ঃ সিওএম/টিসি/এইচএইচটি/এএমসি/এইচডব্লুএইচ/২৩, তারিখ ঃ ২৩.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, নিউ কমপ্লেক্স, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** দুই (০২) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে ১৪টি স্থানে টিকিট পরীক্ষক কর্মীদের হাতে থাকা টার্মিনাল যন্ত্রের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)। **কাজের অনুমিত মূল্য ঃ** ২৬,৬৯,১৬০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫৩,৪০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** চুক্তির মেয়াদ দুই বছর। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৪৫ দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **টেন্ডার নথি www.ireps. gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।** দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র অনলাইনে দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-565/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION
18, SAROJINI NAIDU SARANI
KOLKATA-700 017

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender is invited for Interior Furnishing and Furniture Work at the Guest House Facilities of WBSEC
Details available at https://wbtenders.gov.in.
Tender ID: **2025_WBSEC_806991_1**
Last date and time of submission of BID **10.02.2025 up to 2 PM**.

Secretary
West Bengal State Election Commission

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in

WB-HMC/NIT/ED/19/EE-II/24-25 তারিখ : ২২.০১.২০২৫

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), এইচএমসি-হাওড়া পৌর নিগম এলাকার অধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডে সিমেন্ট কংক্রিট কাজের দ্বারা বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন এর জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির বিস্তারিত ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় ইই-২/**https://wbtenders.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে (**টেন্ডার আইডি : 2025_MAD_804663**)। টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১৫০২.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

১৫৪(৩)/২৪-২৫
২৪/১/২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

নং : ডব্লুবি-এইচএমসি/টিএন/ইডি/এঅ্যানডি/২০/২০২৪-২০২৫ তারিখ : ২৪.০১.২০২৫

ই- টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এসঅ্যান্ডডি), হাওড়া পৌর নিগম, এইচএমসি অধীনে ওয়ার্ড নং ১২, ৪১ এবং ৮ অধীনে ডিভিসি ক্যানাল, মৌ খাল, স্বর্ণময়ী ক্যানাল এবং পচা খালের পলি উত্তোলন কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ সঙ্গতিপন্ন, প্রখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগীয় ওয়েবসাইট www.wbtenders.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ **১৪.০২.২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত**। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

১৫৭(৩)/২৪-২৫
২৭.০১.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Sahajadapur Gram Panchayat
Dakshin Bijaynagar, Joynagar-II, South 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 2 Nos. scheme vide **NIT No: 546/Saha/5thSFC/24-25, Date:27.01.2025** under 5th SFC Tied. Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date: **27.01.2025 from 11:00 AM** and Closing date (Online) : **05.02.2025 upto 1:00 PM.** Tender opening date(Online) : **07.02.2025 on 1:30 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in Tender id: 2025_ZPHD_806210_(1 to 2)** & also available at undersigned G.P.

Sd/-
Pradhan
Sahajadapur Gram Panchayat

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. E-Tenders details are given bellow:

E-NIT No. 71/MOG-I/25, Dated : 27.01.2025
E-NIT No. 72/MOG-I/25, Dated : 27.01.2025
Last Date of Bid Submission: **06/02/2025 at 15:00 Hrs. &**
E-NIT No. 76/MOG-I/25, Dated : 27.01.2025
Last Date of Bid Submission: **06/02/2025 at 18:55 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 259 to 263/2024-2025 Dated- 27-01-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civi & Electricall works at Coochbehar, Burdwan, North 24 Parganas, Birbhum and Hooghly District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **28-01-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **10-02-2025 upto 3.00 pm**

Date: 27.01.2025 **Sd/- Executive Engineer**

হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN: L17125WB1983PLC0362099
রেজিস্টার্ড অফিস: দ্বিতীয় ফ্লোর, ইউনিট ডি, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা পঃবঃ-৭০০০৬৯
ইমেল আইডি: info@hindusthancreditcapital.com
ওয়েবসাইট: www.hindusthancreditcapitl.com । **ফোন নং:** +৯১ ৯৫৬০০৯৬০৬৯

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানি আইন ২০১৩ ('দ্য এক্ট') এর সেকশন ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান এবং তৎসহ পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২২ (যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর যেকোনো পুনর্প্রণয়ন সহ) অনুসারে এবং প্রযোজ্য সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানি ২২ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে বর্ণিত রেজোলিউশনের জন্য তার সদস্যদের কাছে অনুমোদন চাইছে। কোম্পানির সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের রিমোট ই-ভোটিং প্রদানের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

কোম্পানিটি ২২ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং একটি স্ব-ঠিকানাযুক্ত পোস্টেজ প্রি-পেইড খাম সহ ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৪ জানুয়ারী, ২০২৫ অনুযায়ী সদস্যদের কাছে স্পিড পোস্ট এবং রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে, প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।

এতদ্বারা সকল সদস্যকে অবহিত করা হচ্ছে যে:

১. রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল **বুধবার, ২৯ জানুয়ারী, ২০২৫ (সকাল ৯.০০ টা আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা আইএসটি)** পর্যন্ত শেষ হবে। এরপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে প্রাপ্ত সমস্ত পোস্টাল ব্যালট ফর্মগুলিকে এমনভাবে বিবেচনা করা হবে যেন সদস্য(দের) কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।
২. যথাযথভাবে সম্পন্ন পোস্টাল ব্যালট যাচাইকারীর কাছে ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে পৌঁছাতে হবে। ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ এর পরে প্রাপ্ত সমস্ত পোস্টাল ব্যালট ফর্মগুলিকে বিবেচনা করা হবে যেন এই সদস্য(দের) কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।
৩. পরিচালনা পর্ষদ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য শ্রী শচীন কুমার শ্রীবাস্তব, প্রাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ (সিপি নং ২১৬৭৪) কে যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
৪. যে সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি তারা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস, দ্বিতীয় ফ্লোর, ইউনিট ডি, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা পঃবঃ-৭০০০৬৯-এ একটি ডুপ্লিকেট পোস্টাল ব্যালট ফর্মের জন্য অনুরোধ পাঠাতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্ম **www.evoting.nsdl.com** এবং www.hindusthancreditcapital.com ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
৫. কোম্পানির সদস্যরা যারা কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ **শুক্রবার, ২৪ জানুয়ারী, ২০২৫ ('কাট-অফ তারিখ')** ফিজিক্যাল আকারে অথবা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করে আছেন, তারা ভোটদানের সুবিধা (পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং) গ্রহণ করতে পারবেন। কাট-অফ তারিখে যে ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য নন, তাদের এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
৬. সদস্যরা মনে রাখবেন যে এই পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindusthancreditcapital.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ www.cse-india.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com এও পাওয়া যাবে।
৭. যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাদের ডিপোজিটরিতে ইলেকট্রনিক আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট মাধ্যমে এবং ফিজিক্যাল আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির আরটিএ-কে evoting@nsdl.com ঠিকানায় ইমেল করে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৮. পোস্টাল ব্যালট পেপার পাঠানোর পর এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করা কোম্পানির সদস্য হওয়া যেকোনো ব্যক্তি নীচে উল্লেখিত পদ্ধতিতে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন-
   ক) যদি সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা বা মোবাইল নম্বর ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি/ক্লায়েন্ট আইডির সাথে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে **www.evoting.nsdl.com** -এর হোম পেজে সদস্য 'ফরগট পাসওয়ার্ড' এ ক্লিক করে ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি/ক্লায়েন্ট আইডি এবং প্যান লিখে পাসওয়ার্ড তৈরি করতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে **পাঁচবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে লগইন বন্ধ করে দেওয়া হবে, সঠিক পাসওয়ার্ডটি কী-ব্যবহার করতে ভুলবেন না।**
   খ) কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি **https://www.evoting.nsdl.com** এর 'ডাউনলোড' বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা **evoting@nsdl.co.in** ঠিকানায় এনএসডিএল-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা শ্রীমতি পল্লবী মাহত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, তৃতীয় ফ্লোর, নমন চেম্বার, প্লট সি-৩২, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র - ৪০০০৫১-এর সাথে নির্ধারিত ইমেল ঠিকানা evoting@nsdl.com এ যোগাযোগ করতে পারেন।
৯. পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ০১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে বিকাল ৫.০০ টায় চেয়ারম্যান, অথবা তার অনুপস্থিতিতে তার দ্বারা অনুমোদিত অন্য কোনও ব্যক্তি ঘোষণা করবেন। ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে প্রদর্শিত হবে, স্টক এক্সচেঞ্জে অবহিত করা হবে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে এবং স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনের সাথে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindusthancreditcapital.com -এ প্রদর্শিত হবে।
১০. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান সহ ডাক ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন / অভিযোগ কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসারকে info@hindusthancreditcapital.com ঠিকানায় জানানো যেতে পারে।

হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেডের
পরিচালন পর্ষদের আদেশক্রমে
স্বা/-
(পুনম শর্মা)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ: ২৭.০১.২০২৫
স্থান: নয়ডা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

৩ বারের বদলে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে পরীক্ষার সুযোগ মিলবে ২ বারই

দু'বারের বদলে এবার থেকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডভান্সড পরীক্ষা দেওয়া যাবে তিনবার। জয়েন্ট অ্যাডমিশন বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিল একদল পড়ুয়ারা। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, তারা এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ২০২৪ সালের ৫-১৮ নভেম্বরের মধ্যে কোর্স ছেড়ে দেওয়া আবেদনকারীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

গত নভেম্বরে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডমিশন বোর্ড জানিয়েছিল যে, এবার থেকে তিন বারের বদলে সমস্ত পড়ুয়া মাত্র দু'বারই এই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ২০২৩ সালে দ্বাদশ উত্তীর্ণ হয়েছে তারা ২০২৫ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডভান্সড পরীক্ষায়

বসতে পারবে না। এর আগে পর্যন্ত এই সময়ে উত্তীর্ণ পড়ুয়ারা বসতে পারতেন পরীক্ষায়। এই সুযোগ পাওয়ার পরে আইআইটি কানপুরের অনুমতিক্রমে হাজার হাজার পড়ুয়া আবেদন করেছিলেন জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেইনসের জন্য। আবারও নতুন করে আইআইটির জন্য পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। কারণ তিন বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ যেহেতু থাকছে না, তাই ২০২৩-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ২০২৩ এবং ২০২৪ এই দুই বছরে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা দিয়ে থাকবেন, ফলে তাদের কাছে আর কোনও অতিরিক্ত সুযোগ থাকল না। প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে আইআইটি কানপুরও জানিয়েছে যে, এবার থেকে সমস্ত পড়ুয়ারা মাত্র ২ বারই জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডভান্সড পরীক্ষায় বসতে পারবেন। আগে সেই সুযোগ পাওয়া যেত ৩ বার। ফলে পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ এতে হতাশ হয়েছেন।

গোল্ড লোন নেওয়ার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে

বিপদ দেখছে RBI

প্রতি মাসে বাড়ছে গোল্ড লোন নেওয়ার প্রবণতা। ব্যাঙ্কগুলির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিগত ১ বছরের মধ্যে সোনা দিয়ে টাকা নেওয়ার পরিমান ৫০ শতাংশের বেশি হয়েছে। তবে বিষয়টি ভাল নজরে দেখছে না আরবিআই। সোনা একটি অমূল্য ধাতু। সেখান থেকে যদি সোনার ব্যবহার কমে যায় তার মানে হল দেশের মানুষের কাছে টাকার ঘাটতি রয়েছে। সমীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে গত বছরে এই গোল্ড লোনের পরিমান ছিল ১,৫৪,২৮২ কোটি টাকা। এটি তার ৬ মাস আগে আরও কম ছিল। তবে সেখান থেকে এই পরিমান বেড়েছে প্রায় দ্বিগুন। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া খতিয়ান অনুসারে গোল্ড লোন যেভাবে বাড়ছে সেখান থেকে মনে করা হচ্ছে সাধারণ মানুষের হাতে টাকা কমছে। এর আরও একটি প্রধান কারণ হল প্রতিদিন সোনার দামবৃদ্ধি। ফলে যদি কারও দরকার হয়ে যায় তাহলে তিনি অতি সহজেই সোনাকে কাজে লাগাতে চাইছেন। পাশাপাশি সোনাকে বিক্রি না করে তাকে বন্ধক রেখে সেখান থেকে টাকা তুলে নিচ্ছেন। পরে সেই টাকা ফিরিয়ে দিয়ে ফের ঘরের সোনা ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে সোনা দিয়ে লোন নেওয়ার বিষয়টি দ্রুত বাড়ছে। তবে বিষয়টি নিয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে বলেছে আরবিআই। তারা মনে করছে এই সুযোগে একদল মানুষ নকল সোনাকে ব্যবহার করে ব্যাঙ্কগুলিকে ঠকাতে চাইবে। ফলে যদি ব্যাঙ্ক সতর্ক না থাকে তাহলে সেখানে প্রচুর নকল সোনার রমরমা হয়ে যাবে। তখন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব হয়ে যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের মতো জনবহুল দেশে যেভাবে সোনা দিয়ে লোন নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে তাতে এটি সোনার দামকে আরও প্রভাবিত করবে। ফলে যদি আগামীদিনে সোনা ১ লক্ষ টাকাতে গিয়ে পৌঁছয় তাহলে মানুষ অনেক বেশি করে সোনা বন্ধক রেখে বা বিক্রি করে নিজের দরকারি কাজ সারতে চাইবে। তখন বাজারে অনেক অস্থিরতা তৈরি হয়ে যাবে। এত টাকা লোন দেওয়ার মতো পরিস্থিতি থাকবে না। সেইসময় কোথায় থেকে টাকা আসবে সেটাও লাখ টাকার প্রশ্ন।

টেকনিশিয়ান নিয়োগ করবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসিএল) পূর্বাঞ্চলের জন্য টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেনটিশ, ট্রেড অ্যাপ্রেনটিশ ও গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেনটিশ নিয়োগ করবে। শূন্যপদ ৩৮২। টেকনিক্যাল ও নন টেকনিক্যাল পদে টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেনটিশ, ট্রেড অ্যাপ্রেনটিশ ও গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেনটিশ নিয়োগ করা হবে।

১৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। বিশদ তথ্যের জন্য নজর রাখুন ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের দিকে। চাকরিপ্রার্থীদেপ এনএপিএস/ এনএটিএস পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার করতে হবে। মেধার ভিত্তিতে বাছাই করা হবে। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ হবে না। ট্রেড অ্যাপ্রেনটিশ কোর্স সম্পূর্ণ করতে হবে ২০২০ সালের ১ এপ্রিলের থেকে ২০২৫ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে।

টেকনিশিয়ান ও গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেনটিশ কোর্স সম্পূর্ণ করতে হবে ২০২১ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে। বাছাই হলে তবেই নথিপত্র যাচাই ও শারীরিক পরীক্ষা করা হবে। বয়স হতে হবে ১৮-২৪ বছরের মধ্যে। অ্যাপ্রেনটিশ আইন অনুযায়ী স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করতে হবে টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেনটিশ পদে আবেদনকারীকে। আইটিআই পাশ করতে হবে ট্রেড অ্যাপ্রেনটিশ পদে। স্নাতক হতে হবে স্নাতক অ্যাপ্রেনটিশ পদের জন্য।

কেন্দ্রের এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স দপ্তরে নিয়োগ হবে কনসালট্যান্ট পদে

এক্সটারন্যাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির মতো প্রেস্টিজিয়াস কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরে কাজের সুযোগ। বিভিন্ন পাসপোর্ট অফিসে কনসালট্যান্ট পদে নিয়োগ করবে এই দপ্তর। সরকারের অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসারদের নিয়োগ করা হবে কনসালট্যান্ট পদে। আগ্রহী চাকরিপ্রার্থীরা ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইমেইল বা ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন।

মোট শূন্যপদ ৩৫। পে লেভেল ৮ অনুযায়ী। ৬৫ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। ইমেইল-এ ইন্টারভিউয়ের দিন ও ভেন্যু জানানো হবে। আবেদনপত্র পাঠাবেন এই ঠিকানায় — Ms. Neha Swati, Administrative Officer (PSP-IV). Room No. 30ABC, 2nd Floor, PSP Division, Ministry of External Affairs, Patiala House, Annexe, Tilak Marg, New Delhi-110001, email : aopsp4@mea.gov.in

হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট

কোন যোগ্যতায়, কীভাবে আপনি পেশার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবেন

হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট তথা হাসপাতাল পরিচালন ব্যবস্থা স্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যার মধ্যে রোগীর সুস্থতা থেকে সুরক্ষা, আর্থিক বিষয়, সহ হাসপাতালের সব ধরনের কার্যাবলি ও তদারকি এর অন্তর্ভুক্ত। হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে বিবিএ ডিগ্রির চাহিদা ছাত্রছাত্রীদের কাছে ক্রমেই বাড়ছে। কর্পোরেট জগতের আকর্ষণীয় বেতন বরাবরই ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের পছন্দ। পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের অন্যান্য রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি করার সুযোগ রয়েছে। এবার আসা যাক হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি করতে গেলে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন। কোনও ছাত্রছাত্রী যে কোনও বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে। জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) অনুযায়ী হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার জন্য চার বছর সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলির উপর থিওরেটিক্যাল এবং হসপিটাল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হয়। গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করার পরেই এই কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সামনে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, নার্সিংহোমে, বিমা সংস্থা, এনজিও এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থায় চাকরির সুযোগ থাকে। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষা সংস্থাতেই নিয়মিত ক্যাম্পাসিংয়ের ব্যবস্থা থাকে। এই ক্যাম্পাসিংয়ে বিভিন্ন মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা অংশগ্রহণ করে এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের বেছে নেয়। হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোর্সটি পড়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সেমেস্টারে একাধিকবার সরকারি এবং বেসরকারি মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ট্রেনিংয়ের সুযোগ দেওয়া হয়, যা ছাত্রছাত্রীদের হাসপাতাল পরিচালনায় দক্ষ করে তোলে। পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীরা সরকারি অথবা বেসরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ, যেমন, ওপিডি, রিসেপশন, পাবলিক রিলেশন, বিলিং, মার্কেটিংয়ে কাজের সুযোগ পায়। এছাড়াও এই কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট (নন, মেডিক্যাল) পদে, ব্লাডব্যাঙ্ক এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারে।

গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করার পর বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী চাকরির পথ বেছে নিলেও অনেকে আবার উচ্চশিক্ষার পাঠ নেয়। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর (এমএইচএ) অথবা অন্যান্য বিষয়ে ম্যানেজমেন্ট কোর্স (এমবিএ)-র পথ বেছে নিতে পারে। স্নাতকোত্তর স্তরে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত অত্যাধুনিক বিষয়গুলি

নিয়ে পড়ানো হয় এবং নির্দিষ্ট কোনও অধ্যাপকের অধীনে বিশেষ কোনও বিষয়ের ওপর ডেজারটেশন জমা করতে হয়। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সংস্থায় সরাসরি ইন্টার্নশিপের সুযোগ পায়, যা তাদের হাসপাতাল পরিচালনায় দক্ষ করে তোলে এবং চাকরির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে।

হসপিটাল ম্যানেজারদের অবশ্যই নিজেদের ভূমিকায় সফল হতে ভিন্ন প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। এই দক্ষতাগুলির মধ্যে রয়েছে নেতৃত্ব ও পরিচালনার দক্ষতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, কৌশলগত পরিকল্পনা, বিমা সংক্রান্ত বিষয়, রোগীর উন্নতমানের পরিষেবা এবং নিরাপত্তার দিকটি নিশ্চিত করা, অভিযোগ নিষ্পত্তি, স্বাস্থ্যসেবা বিধি এবং নীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা এবং সর্বোপরি হসপিটালের সিস্টেম পরিচালনার দক্ষতা। এছাড়াও রোগী ও তার পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাও হসপিটাল ম্যানেজারদের কাজের মধ্যেই পড়ে।

বর্তমানে হসপিটাল ম্যানেজারদের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নতুন দক্ষতা এবং তার বিকাশে নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক এই দক্ষতাগুলির মধ্যে ডেটা বিশ্লেষণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ (রোবটিক সার্জারি), উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত অত্যাধুনিক জ্ঞান অর্জন অন্তর্ভুক্ত।

হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার পর ছাত্রছাত্রীরা স্বল্প পরিসরে নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবসার চেষ্টা করতে পারে। এক্ষেত্রে মেডিক্যাল ট্যুরিজম, টেলিমেডিসিন, এনজিও, হেল্ থকেয়ার কনসালটেন্সি প্ল্যানিং এবং হসপিটাল প্ল্যানিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় কেরিয়ার গড়ে তোলার সুযোগ থাকে।

অন্যদিকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার পর ছাত্রছাত্রীরা ইউজিসি পরিচালিত 'নেট' বা 'সেট' প্রভৃতি পরীক্ষার মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে গবেষণার সুযোগ পেতে পারে। নেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা গবেষণা চলার সময় ফেলোশিপ পায়। এছাড়াও নেট বা সেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে চাকরির জন্য আবেদন জানাতে পারে।

হসপিটাল ম্যানেজমেন্টকে পুঁথিগত ভাষায় হাসপাতাল পরিচালন ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে। শুধুমাত্র কোনও হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিমা প্রতিষ্ঠান বা স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলিতে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ গুরুত্ব পায়। এই সকল সংস্থায় কর্মীদের কার্য পরিচালনা, পরিষেবার উন্নতি, কর্মী প্রশিক্ষণ, রোগী ও তার পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হল হসপিটাল ম্যানেজারদের অন্যতম দায়িত্ব।

বর্তমানে মানুষজন অনেকটাই স্বাস্থ্য সচেতন। তাই সাধারণ হেল্থ চেকআপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য মানুষ এখন সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এই সকল স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি করা সুদক্ষ ছাত্রছাত্রীরা। তাই হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোর্সের চাহিদা এখন ঊর্ধ্বমুখী এবং এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করার পর ছাত্রছাত্রীদের সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে রয়েছে।

মাধ্যমিকে বাংলায় ছাঁকা নম্বর তোলার লাস্ট মিনিট সাজেশন

সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ছাত্র জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক। তাই নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকে ছেলেমেয়েরা। তবে কীভাবে উত্তর লিখতে হবে? কী কী সম্ভাব্য প্রশ্ন আসতে পারে? কীভাবে লিখলে মিলবে ভাল নম্বর?

বিস্তারিত সাজেশন দিলেন বিশেষজ্ঞ। আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম বিষয় বাংলা নিয়ে তিনি সবিস্তারে বর্ণনা দিলেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দিনের পরীক্ষা বাংলা। স্বাভাবিক ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশ চিন্তার থাকে এই পরীক্ষা নিয়ে। তবে বাংলা বিষয়ের প্রশ্নপত্র একাধিক মানের হয়। যেখানে থাকে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, থাকে সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী, প্রতিবেদন, রচনা, নাটক কিংবা উপন্যাস থেকে প্রশ্ন। স্বাভাবিক ভাবে প্রতিটি প্রশ্নমান অনুযায়ী উত্তর লিখতে হবে। শিক্ষক স্বপন ঘোষ জানিয়েছেন, প্রথম ১৭টি প্রশ্ন থাকে এমসিকিউ বা মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন।

এরপর দুইয়ের দাগ থেকে শুরু হয় সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী কিংবা বর্ণনাধর্মী প্রশ্ন। এছাড়াও সাত এবং আট-এর দাগে নাটক এবং উপন্যাস থেকে প্রশ্ন আসে। থাকে বঙ্গানুবাদ। এই বঙ্গানুবাদে মাত্র চারটি লাইন থাকে যে লাইনের ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে হয়। স্বাভাবিক ভাবে অতি সহজে নম্বর পাওয়া যায় এগুলি থেকে। এছাড়াও বর্ণনাধর্মী প্রশ্নতেও পার্ট মার্ক থাকে। যেখানে সাজিয়ে গুছিয়ে উত্তর লিখলে অনায়াসে ভাল নম্বর পাওয়া যায় বাংলাতে।এ বছর রচনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিজ্ঞানধর্মী বেশ কিছু রচনা, আত্মজীবনী মূলক রচনা কিংবা সাম্প্রতিক বেশ কিছু ঘটনা নিয়ে রচনা পড়লেই তার মধ্য থেকে মিলতে পারে প্রশ্ন। এছাড়াও পরীক্ষার খাতায় প্রশ্ন দেখে উত্তর লেখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে লেখা এবং বেশ কিছু নিয়ম মেনে চললে অনায়াসে বাংলাতে ভাল নম্বর পাওয়া যাবে।

তবে সবসময় মূল পাঠ্য বইটাকে আগাগোড়া সিলেবাস অনুযায়ী পড়ে যেতে হবে। মূল বইটি পড়া থাকলে প্রশ্ন যেখান থেকেই আসুক না কেন পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে বসে হঠাৎ করে কোনও না পড়া প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না।